

তুমি তোমার সেই আত্মার উন্নতির জন্ত জীবন নিয়োগ কর। যাও সংসারে জাগ্রতি দিয়া, গৃহ সংসার পবিত্যাগ করিয়া, সেই নির্জন কোলাহল পরিশুদ্ধ গিবিকন্দবে, এবং তথায় গিয়া সেই পবমান্বায় শ্রবণ মনন নিবিদ্যাসনে এবং আত্মার উন্নতিসাধনে প্রবৃত্ত হও, ইহাই জীবনের মুখ্য কর্ম, সকল কর্তব্যের সান বহবা, ইহাই মানব জীবনের লক্ষ্য। হিন্দু নিকট এক জন উদ্যোগী কল্পপরাবণ সংসারী পুত্র একান্ত নিন্দনীয় এবং ঘণ্য পাণ্ড, কিন্তু এক জন সংসারত্যাগী ধ্যানবত যোগী-পুত্র ভক্তি ও সম্মানের মুখ্যপাত্র। হিন্দু সভ্যতা মনুষ্যকে আসক্তির পরিবর্তে বিবর্তিত, কষ্টকটোর পরিবর্তে ধ্যানপন্থা শিক্ষা দেয়, গৃহস্থকে পণ্ডিত করে এবং অন্তঃস্বামীকে বৈবাহিক করিয়া তোলে। সেই জন্ত কোন পণ্ডিত ব্যক্তি বলিয়াছেন *Worship is the work of the east, and work is the worship of the west*, বাস্তবিক ইহাই ঠিক। প্রাচ্য সভ্যতা অন্তঃস্বামী পাশ্চাত্য সভ্যতা বহিঃস্বামী। এই সংসারবিরোধী মায়াবাদমূলক হিন্দু সভ্যতা যে সমাজের গাঙ্গে সফাংশে মলমলব তা নয়; ইহা দ্বারা ভারতবর্ষের অনেক অনর্থ সাধিত হইয়াছে, অধিক কি ভারতের এই যুগব্যাপিনী পরাধীনতার বীজও এই মায়াবাদের উপর নির্ভর করিতেছে। কেবল ধ্যান ও সমাজের পক্ষে কল্যাণকর নয়, কেবল কষ্ট ও সমাজের মঙ্গল হইতে পারে না। কেবল বহিঃস্বামীর উন্নতিতেই উন্নতির পরিসমাপ্তি নয়, আর কেবল অমরণ ধন্য আত্মার কল্যাণই সার্বভৌম কল্যাণ নহে। একদিকে যেমন এই প্রাচ্য সভ্যতার দ্বারা ভারতের বিবিধ অনিষ্ট সাধিত হইতেছে, আর দিকে সেইকপ বাহ্যাদৃশ্যবসর্গের পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বারাও অনেক ভীষণতর অকল্যাণ উৎপন্ন হইতেছে। ইহা অতি নিশ্চয় ও ধ্রুব যে, এই পশ্চিমাগত তেজস্বী শ্রোতের বেগকে যদ্যপি আমবা ফিরাইয়া অন্য দিকে দিতে না পারি, তবে অচিরকাল মধ্যেই সমগ্র ভারতভূমি অবিস্থান এবং নাস্তিকতার কবাল বাকুসীকবে সমর্পিত হইবে। কেবল যে ইহা দ্বারা ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস, ধর্মের প্রতি বিশ্বাস এবং শ্রদ্ধা তিবর্তিত হইতেছে, তা নয়, এই পাঞ্চভৌতিক শরীর হইতে যে, সচেতন গুণময় আত্মা স্বতন্ত্র, এবং তাহা বিনাশ ও ক্ষয়বহিত স্বাশ্রিত পদার্থ, এই সর্ববাদিসম্মত অকাট্য সত্যেতেও সন্দেহ উৎপন্ন হইতেছে। কেবলই জড়ের আলোচনা করিয়া সকলই জড়ময় বোধ হইতেছে,

## প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার সংগ্রাম স্থল। ৩০৯

জডেবই বাজদ্ব, জডেবই পবাক্রম সর্বত্র দৃষ্টি কবিতেকে। পাশ্চাত্য সভ্যতা-লোকমণ্ডিত অনেক শিক্ষিত পুরুষ এদেশে এবং ইউরোপে বিদ্যমান বহিষাছেন, যাঁহারা আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। কেবল কি ইহাতেই শেষ তা নয়, কিন্তু ইহা দ্বারা আমাদের দেশে জীবন সংগ্রাম (Struggle for existence) অত্যন্ত ক্লেশকর এবং কঠোরতর হইয়া দাঁড়াইয়াছে, লোকের দৈনন্দিন অত্যাশাঙ্কীয় উদ্যোগের সংস্থান নিত্যন্ত দুরূহতর হইয়াছে, সকল গুণগ্রাসিনী দরিদ্রতা, স্বার্থপরতা এবং শঠতার শক্তিও অগ্রে আর আমাদের সমাজমধ্যে সঞ্চারিত হইতেছে। এবং যতই এই স্রোত উন্মুক্ত এবং অপ্রতিহত থাকিবে, ততই পুঞ্জ পুঞ্জ অনর্থক আবজ্ঞনা সকল ভাসিয়া আসিয়া সমাজনাশের স্থান প্রাপ্ত হইবে। আমাদের এখন উপায় কি? ভাবতবর্ষের এখন কর্তব্য কি? ভাবত বর্ষ এখন এই উভয় স্রোতের কোন স্রোত গা ঢালিয়া দিবে? কেবল জডবাদ কি কেবল অধ্যাত্মবাদে কখন মানব-জীবনের সম্পূর্ণ কল্যাণ হইতে পারে না। কেবল কাম্য অথবা কেবল ধ্যান দাবণায় মানুষ কখন পূর্ণ উন্নতি লাভ কবিতেকে পারে না। উভয়ই চাই। এই পবঙ্গর বিবোধী বা প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিদ্বয়ের সামঞ্জস্য বিধানের জন্ত বিধাতাপ্রেরিত এক মহাশক্তিশাধী পুরুষ ভাবতে জন্ম গ্রহণ কবিয়াছেন, ইনি জন্মাবদি বলিতেছেন, আমি সামঞ্জস্য বিধানের জন্ত, মিলনের রাজ্য স্থাপনের নিমিত্ত আসিয়াছি। আমা দ্বারা সকল বিবোধী-ভাবের বিবোধীমত্তের সামঞ্জস্য হইবে। আমি এমন এক ভূমি আবিষ্কার কবিব, যাঁহা উপবে আসক্তির সহিত বিবক্তি, অল্পবাহের সহিত বৈবাগ্য, সংসারের সহিত ধর্ম এবং পূর্বের সহিত পশ্চিম এক হইয়া মিলিয়া যাইবে। আমি এই ধর্ম অবনীনওলে প্রচাৰ কবিব, যাঁহা সকল সামঞ্জস্যের আকর, যাঁহাতে হিন্দু মুসলমান, ব্রাহ্মণ শূদ্র, পুরুষ বমণী-সকলে এক এক সূত্রে আবদ্ধ হইবে। ইনি আবে বলিতেছেন, জ্ঞানের সহিত প্রেমকে এবং জ্ঞান ও প্রেমকে কর্মের সহিত মিলাইয়া এক অভূতপূর্ব মহাসময়ের ভাব আমি জগতকে দেখাইব। যাঁহা হউক ইহা উপবে আমাদেরও আশা আছে যে, যদি কখন এই পবঙ্গর বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন সভ্যতারের সমন্বয় বিধান হয়, তবে এই ব্রাহ্মণমাজ রূপ বিবটি পুরুষের দ্বারা হইবে। কিরূপে এই উভয়ের মিলন কবিতেকে হইবে? আমবা নিশ্চয় রূপে বুদ্ধিতে পারিতেছি যে, পাশ্চাত্য

সভ্যতাও এক অংশে সম্পূর্ণ হীন, এদেশীয় পুৰাতন হিন্দু সভ্যতাও এক অংশে সম্পূর্ণ হীন । একের যাচা নাই, অপরের তাহা আছে, কিন্তু এই উভয়ে যদ্যপি মিলিত হইয়া যায়, তাহা হইলে একটা সম্পূর্ণাবয়ব পদার্থ হইতে পারে । ইংবাজ কেবল বহির্লিষয়ের উন্নতি সাধনেই তৎপর, আব হিন্দু কেবল আধ্যাত্মিক জগতের কল্যাণ বিধানেই ব্যস্ত, কিন্তু এই উভয়ে, ইংবাজ, হিন্দুতে প্রাচ্য পাশ্চাত্যে যদি এক হইয়া যায়, তাহা হইলে তাহা কি সর্বাঙ্গীন সুন্দর দেখায় । আমাদের এক্ষণে তাহাই কবিত্তে হইবে, পূর্বের সহিত-পশ্চিমের পরিণয় স্থাপন করিয়া দাও, ভাবতের প্রাচীন ধর্মগতপ্রাণ ঋষি-গণের ঐশ্বর্যপ্রেম, জলন্তাবস্থাস এবং অন্তর্বাগকে ইয়োবোপীয় কন্দিষ্ঠতার সহিত মিলাইয়া দাও, নচেৎ ভাবতের পবিত্রাণ হইবে না । বহির্লিষয়কে উপেক্ষা করিয়া আধ্যাত্মিক উন্নতি যেমন এক দিকে ঠিক নহে, সেইরূপ আধ্যাত্মিক দৃষ্টি বিহীন হঠয়া কেবল জড়ের উন্নতি কবাও অপবাদকে ঠিক নহে । কিন্তু এ উভয়ে একত্র সমাবেশের ভাবই ঠিক । এই উভয় সভ্যতার সমীকৃত সংমিশ্রিত ভাব যাচা তাহাই আমাদের মধ্যে আনিতে হইবে, তাহাতেই এদেশের কল্যাণ ।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ।

### চৈন দার্শনিক মহাত্মা কং ।

ভারতে যখন মহা বিপ্লব, ব্রাহ্মণের প্রভুত্ব রবি যখন অস্তমিত হইতেছিল, যজ্ঞধর্মে অন্ধীভূত ভারতাকাশ পবিচ্ছন্ন হইতেছিল, জাতিভেদের লোহ শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইয়া যখন সকলে এক মন এক প্রাণ হইতেছিল, অজ্ঞান তিমির ভেঙ্গ করিয়া জ্ঞানের কমলীয় ছটায়—ধর্ম ও নীতির বিমল আভাস যখন ভারতের হৃদিনের প্রভাত হইতেছিল, চীনদেশে তখন ঘোর অশান্তি । তখনকার চীন এখনকার চীনের এক বর্ষাংশ মাত্র । এক সম্রাটের শাসনাধীনে তেরটা বৃহৎ ও অনেক গুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে চীন বিভক্ত ছিল । প্রায় পাঁচ শত বৎসর হইতে সম্রাটের আধিপত্যের ফাস হইয়াছে । প্রায় পাঁচ শত বৎসর ধরিয়া রাজ্যে রাজ্যে যুদ্ধ, বংশে বংশে বিবাদ অগুরুণ

চলিতেছে। এই অবস্থায় দুর্ভিক্ষেবও প্রাবল্য। প্রজাগণ যুদ্ধ বিগ্রহেব কষ্টে জর্জরিত, দুর্ভিক্ষেব দাকণ যন্ত্রণায় নিগৃহীত। তখন চীনেব সামাজিক অবস্থাবও বড় অবনতি। বহু বিবাহেব প্রাচুর্য্য, স্ত্রী জাতিব অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থা। চীনে তখন বিশেষ কোন ধর্ম শিক্ষাও লক্ষিত হয় না। তখন যে যুদ্ধ বিগ্রহে, দ্রাক্ষ হত্যায ও বহুহত্যায, নানা প্রকাব কদর্য্য ও বীভৎস কাণ্ডে, ঘৃণিত ও জঘন্য আচাবে চীন কলঙ্কিত হইবে, তাহাতে আব আশ্চর্য্য কি ?

সম্রাট চৌ বংশাব। চৌ চীন-ইতিহাসে রাজ বংশাবলীব তৃতীয় বংশ। ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যেব অধিপগন ইংবাজি ডিউক, মার্কুইন্স, আবল্, কাউণ্ট্ ও ব্যাবণ্দিগেব স্ত্রায় আয ও অনুচব সংখ্যা অনুসাবে পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। এই সকল সন্দাব গণেব সম্রাটকে বাৎসবিক কব দিতে হইত, এবং সম্রাটেব আদেশ মাত্রেই তাঁহাব নিমিত্ত যুদ্ধেব জন্ত স্বসৈন্ত্রে প্রস্তুত হইতে হইত। সম্রাটেব প্রভুত্বেব হ্রাস হইলে, কবদ রাজ্যেব বিশৃঙ্খলা ঘটবেই ঘটিবে। চীনেও তাই হইয়াছিল, তখন চীন দুর্গতিব আবাস স্থান হইয়া উঠিয়াছিল।

এই সময়ে চীনে এক গ্যাবিবল্ডি বহ্নেব জন্ম হয়। দেশেব দুর্গতি মোচনের জন্ত, ব্যাতিচাব ও অনাচাব দূবীভূত কবিবাব জন্ত, স্বদেশ বাসীকে পাপ পঙ্ক হইতে উদ্ধাব কবিবাব নিমিত্ত, চীন মাতাকে ধন ধাণ্ডে বিভূষিত কবিবাব জন্ত ইহাব প্রাণ ব্যাকুল হয়। ইহাঁর নাম কং ফুজি। লু প্রদেশে ৫৫০ খৃঃ পূঃ অব্দে শীতকালে কংফুজিব জন্ম। কং ইহাঁব গোত্র নাম। “ফুজি” অর্থ দার্শনিক বা প্রভু। ইহাঁব পিতা হী একজন অসম সাহসী বীর সৈনিক ছিলেন। মহৎ ব্যক্তি দিগের জন্ম বুত্তান্ত যে রূপ অলৌকিক ঘটনায় পবিপূর্ণ থাকে, ইহাঁবও জন্ম বিষয়ে সেই রূপ অনেক আশ্চর্য্য ও অমামুখিক ঘটনাব গল্প প্রচলিত আছে। মাতা স্বপ্ন দেখিতেন,—স্বগ-দূতগণ আসিয়া তাঁহাকে চামব ব্যঞ্জন করিতেছে ও সশস্ত্রে গর্ত্ত বন্ধা কবিত্তেছে; তাহাদিগেব নিকট হইতে পুত্রের গুণ জানিতে পারিয়া ছিলেন—এই রূপ বিব্রতিও আছে।

কংফুজির বাল্য জীবনের কোন প্রকৃত ইতিহাস পাওয়া যায় না। কিন্তু বালক কাল হইতেই যে পূজার বাহ্যিক আভরণে অহুরক্ত ছিলেন, তাহা বেশ বুঝা যায়। পঞ্চদশ বর্ষ বয়স্কমের সময়ে জ্ঞানার্জনে মনোনিবেশ

কবেন। বয়োবৃদ্ধির সহিত ইতিহাস পাঠেব ইচ্ছা বলবতী হইয়া উঠে। বিশ বৎসর বয়সের সময়ে সং প্রদেশীয় এক কামিনীর পানি গ্রহণ করেন। কিন্তু দার্শনিক ও সাহিত্যব্যবসায়ীদের ভাগ্যে যে স্ত্রী স্মৃত হয় না, ইনি তাহাব একটা প্রমাণ। দাম্পত্য স্মৃতি ইহাব কপালে ধটে নাই। কয়েক বৎসর একত্রে বাস করিয়া অবশেষে স্ত্রী পবিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন।

চীনবাসী সৰ্বশেষে ইহাব গুণে আকৃষ্ট হইলেন। বিবাহের অল্পকাল পবেই ইনি চীনেব সাধাবণ শাস্ত্রাগারের বন্ধক নিবৃত্ত হইলেন। গর বৎসর পদোন্নতি হয়। এসময়ে চীনেব ভববত্তা ও ব্যভিচার দেখিয়া চাকিত ও ছুঃখিত হইলেন এবং পুনঃ স্মৃতিস্মরণ সংস্থাপনদ্বারা দেশের কল্যাণের জন্ত বদ্ধপরিকর হইলেন। দ্বাবিংশ বর বয়সের সময়ে শিক্ষকতা কাণ্ডে ত্রুটি হইলেন। পুৰাতন ও প্রাক্তন ধর্ম নীতিবাবস্থা অবগত হইতে অন্তঃসন্ধিস্থ বহু যুব জনের সমাবেশে তাহাব গুণ সব্দাটী পরিপূর্ণ থাকিত। অধ্যাপনাব পরিশ্রম স্বরূপ শিষ্য বর্গের নিকট হইতে যে দানপাণি পাইতেন, তাহা অনেক সময়ে অধিকারক হইলেও তিনি কখনও শিক্ষা দানে বাকিত হইতেন না। ছাত্রাদিগের শিক্ষাব জন্ত টেন্ডার্স থাকিলেও তাহাব শিক্ষাব দ্বারা উপকাব দাত করিতে শিখিলেই তিনি সন্তুষ্ট থাকিতেন। কংফুজি শাস্ত্র, সংস্কার ও প্রিয়ভাষা ছিলেন। নীতি উপদেশ দিবার তাহাব এক বেশ সহজ ও উদ্ভব উপায় ছিল। যখন যে ঘটনা হইত, তাহা হইতে কিছু না কিছু নীতি বাহির করিয়া শিষ্যদিগকে শিক্ষা দিতেন। একদা সি প্রদেশে গমন কাণে টাই পক্ষতে একজন স্ত্রীলোক একটা সনাধির নিকট বসিয়া বিলাপ করিতেছে দেখিয়া, তাহাকে তাহাব দুঃখের কাবণ জিজ্ঞাসা করেন। স্ত্রীলোকটি উত্তর করিল “এই স্থানে আমার স্বামীর এক ব্যাঘ্র কর্তৃক নিহত হইলেন। এই স্থানে আমার স্বামীও ঐকপে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। এই স্থানেই অবশেষ আমার পুত্রও ব্যাঘ্র মুখে পতিত হইয়াছে।” ঐ ভয় সঙ্কুল স্থান পবিত্যাগ না করিবার কাবণ জিজ্ঞাসা করায় স্ত্রীলোকটি উত্তর করে, “এখানে কোন অত্যাচারী বাজা নাই” তখন কংফুজি শিষ্যদিগকে বলেন, দেখ, অত্যাচারী বাজা স্থাপদ অপেক্ষাও হিংস্র, প্রজাগণ তাহাকে ব্যাঘ্র অপেক্ষা অধিক ভয় করে।

কংফুজি বহু স্থান পর্যটন করেন ও সর্বস্থানেই সম্মানিত হইলেন। সি প্রদেশের বাজা কিং তাহাব গুণের সমাদর করিয়া তাহাকে লিংকিউ

নগৰ প্ৰদান কৰেন। কংফুজি তাহা গ্ৰহণে অসম্মত হইলেন। তিনি বলেন সং ব্যক্তিত্বা কোন কন্মোৰ বিনিময় ব্যতীত কোন পুৰস্কাৰই গ্ৰহণ কৰেন না। আমি বাজা কিংকে উপদেশ দিতেছি, তিনি এখন পৰ্য্যন্তও সেই উপদেশানুসাবে কাৰ্য্য কৰেন নাই, অথচ আমাকে পুৰস্কৃত কৰিতেছেন। এক বাৰ ‘উই’ প্ৰদেশে যাইবাব সময়ে পশ্চিমঘো প্ৰবল বিপক্ষদল কৰ্ত্তৃক সশিস্যে আক্ৰান্ত হইলেন। অক্ৰমণকাৰীবা প্ৰতিজ্ঞা কৰাইবা লয় যে, তিনি আৰ উই প্ৰদেশে যাইবেন না। কিন্তু প্ৰতিজ্ঞা স্বত্বেও তিনি স্তুবিধা পাইবা মাত্ৰ উই প্ৰদেশাভিমুখে গমন কৰিতে লাগিলেন। তাঁহাব এই কাৰ্য্যে শিষ্যোবা বিস্মিত হয়। তাহাবা জিজ্ঞাসা কৰে, আপনি আমাদেব শিক্ষা দিয়াছেন, সবলতা ও বিশ্বাস প্ৰম্ম নীতিব মূল স্থাব, অথচ আপনি নিজে প্ৰতিজ্ঞা পালন কৰিলেন না। কংফুজি উত্তৰ কৰেন, আমি স্বেচ্ছায় প্ৰতিজ্ঞা কৰি নাই, বল পূৰ্ণক প্ৰতিজ্ঞা কৰাইলে সে প্ৰতিজ্ঞাব কোন মূল্য নাই, সে প্ৰতিজ্ঞা দেবতাবা শ্ৰবণ কৰেন না।

কংফুজিব জীবন সাধু, কলঙ্কেব কথা মাত্ৰ তাঁহাকে স্পৰ্শে নাই। তাঁহাব মহৎ জীবনেব একমাত্ৰ উদ্দেশ্য মানবেব চৰিত্ৰগত উন্নতি। তাঁহাব যত শিক্ষা, যত উপদেশ, সকলই ঐতিক উন্নতিব জন্ত। পদকাল ও ঈশ্বৰ সন্মুখে কোন কথাই কহেন নাই। ঈশ্বৰ বিষয়ে তিনি ব্যুদ্ধব স্থায় নিষ্ঠাব। আৰ্নল্ড এবং অক্সাৰ্ভ লেখকগণ বলেন, তিনি ঈশ্বৰেব সত্য বিশ্বাস কৰিতেন না। কংফুজিব দৰ্শন সাংখ্য দৰ্শনেব স্থায়। “নাবস্তনো বস্ত সিদ্ধিঃ”। হানি-টেনেব স্থায় তিনিও বশিষাছিলেন, অৱন্ত হইতে বস্তব উৎপত্তি অসম্ভব। তাঁহাব বিশ্বাস জড প্ৰকৃতিব আবস্ত নাই, অনন্ত কাল হইতে বিদ্যমান। এই জডেব ‘নী’ (principle) জডেব সমসাময়িক। জডেব স্থায় ইহাও অজব, অনন্ত, অক্ষয় সৰ্বব্যাপী সৰ্বশক্তি। আকাশ এই শক্তিৰ কেন্দ্ৰ স্থল। এই আকাশ হইতেই ঐ শক্তি বিশ্বময় ব্যাপ্ত হইয়াছে।

মানব শবীৰ জই প্ৰকাৰ পদাৰ্থে গঠিত একটা সূক্ষ্ম, অকণ, ও লঘীযান, অপবৰ্ণী স্থল, সৰুণ ও শুক তাৰাপন্ন। এই জই পদাৰ্থেব বিয়োগে প্ৰথমটো উৰ্দ্ধে বায়ুতে মিলিবা যায়, অপবৰ্ণী পৃথিবীৰ সহিত এক হইয়া যায়। মৃত্যু শব্দ চীনবাসীবা ব্যবহাৰ কৰে না। কেহ মৰিলে তাহাবা বলে, তিনি তাঁহাৰ পবিত্ৰ বৰ্গেব নিকট ফিৰিয়া গিয়াছেন। মৃত আত্মা

মানবকে কখন কখন দেখা দেয় ও আশীর্বাদ কবে, কংফুজি ইহা বিশ্বাস কবিতেন ।

কংফুজি সামান্য সামান্য ক্রটি সহ্যও যে এক জন মহৎ লোক ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই । অল্পাত্ম ধর্ম সংস্থাপক দিগেব ছাড়া আপনাকে তিনি ঈশ্বরের অবতাব বা ঈশ্বর প্রেবিত মহা পুরুষ বলেন নাই । আশ্চর্যের বিষয় তথাপি এই ধর্ম পৃথিবীর একটা মহা প্রদেশ ব্যাপিয়া আছে । কিন্তু ঈশ্বরের সত্ত্বা অবিশ্বাস কিম্বা তাহা ঈশ্বর প্রেবিত ভাণ না কবিয়া কোন দার্শনিক নীতি শিক্ষা অদ্যাবধি প্রচলিত আছে মনে হয় না ।

নূতন সত্য প্রচাব বা নূতন ধর্ম স্থাপনে তাহাব ব্রত ছিল না । কুসংস্কার দূব কবিয়া প্রাচীন সত্য, প্রাচীন বাহা কিছু ভাল—যাহা কিছু মাত্র মানবেব হিতকরী, তাহাই বক্ষাকবা ও প্রচাব কবা তাহাব উদ্দেশ্য ছিল । পিতা মাতাকে ভক্তি ও সম্মান কবিত্তে ইনি যত উপদেশ দিয়াছেন এত কেহই দেয় নাই । ইনি পিতৃ পুরুষদিগেব পূজা কবিত্তে পয্যস্ত শিক্ষা দিয়াছেন ।

আধ্যাতিকতা বাদ দিয়া যদি কোন ধর্মনীতি কোন জাতিকে উচ্চ ও জীবন্ত ভাব দিয়া থাকে, তবে তাহা চীনদিগেব ভাগ্যেই হইয়াছে । এবিষয়ে চীনেবা সকলেব প্রশংসনীয় । সামাজিক উন্নতি ব্যতীত মানবেব সং হইবাব অন্য কোন প্রলোভন বা উদ্দেশ্য এ ধর্মে নাই ।

নিম্নে ইহাব কতকগুলি শিক্ষা প্রদত্ত হইল ।

সমাজ-বন্ধন দৃঢ় বাধিবাব জন্ত পিতৃমাতৃবৎসল ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাব আজ্ঞাবহ হইবে ।

ঐক্য ও কুপালু হৃদয়েব দৃষ্টান্তের জন্ত জাতি কুটুম্বেব সহিত সজ্ঞান রাখিবে ।

বিবাদ বিসম্বাদ দূরীকরণেব জন্ত প্রতিবেশিদিগেব সহিত শান্তি সংস্থাপন করিবে । কৃষি কার্যের মহত্ত্ব বুঝিবে এবং আহাৰ্য্য ও পবিধেয়ের প্রাচুর্য্যেব জন্ত ভূঁতেব চাষ কবিবে ।

পরিমিত ব্যয় কবিবে । অর্থের অপব্যয় কবিবে না ।

সত্য নীতি প্রচাবেব জন্ত কুসংস্কার ও কদর্য্য নীতির অনাদব কবিবে ।

পুত্র ও কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে সংশিক্ষা দিবে, যেন তাহার কুপথে অগ্রসর না হয় । ক্রোধ হেব জয় কবিত্তে শিক্ষা করিবে । ব্যক্তিিক শিষ্টাচার ও অতি প্রিয় ভাষণ সং ধর্মেব বিবোধী ।

যাহা জ্ঞান, তাহা স্বীকাৰ কৰিবে । যাহা জ্ঞান না, তাহা স্বীকাৰ কৰিতে কুণ্ঠিত হইবে না । ইহাকেই জ্ঞান কহে ।

নিজে অপবেৰ নিকট যে ৰূপ ব্যবহাৰ পাইতে ইচ্ছা কৰ, অপবেৰ সহিত সেই ৰূপ ব্যবহাৰ কৰিবে ।

ধাৰ্মিক হওয়া কঠিন ব্যাপাৰ নহে । ধাৰ্মিক হইতে ইচ্ছা কৰ, ধাৰ্মিক হইবে ।

ভায় বুকিয়া সেইৰূপ না কৰ। কাপুকষেৰ কাৰ্গা ।

সাধুবা সৰ্বদাই শাস্ত চিত্ত হবেন । ছাষ্টেবা সৰ্বদাই সশক্তি থাকে ।

অনুৎকৃষ্ট তত্ত্বের অন্নে জীবন ধারণ কৰিয়া শয়ান উপাদানের পৰিবৰ্ত্তে বাচৰ উপৰ মন্তক স্থাপন কৰিয়াও লোকে সুখী হইতে পাবে, কিন্তু ধৰ্ম ব্যতীত শাস্তি কোপায় ।

হে নৃপতি, বাজ কাৰ্গেৰ স্মৃজ্ঞলাব জন্তু দুষ্ট বধেব আবশ্যকতা কি ? নিজেব ইচ্ছা যদি সম্পথে থাকে, আপনাৰ প্ৰজাবাও সং হইবে ।

ইঁহাব শিক্ষা বুজ্জিব শিক্ষাব ভায় উচ্চ । প্ৰেম ও অহিংসা শিক্ষায় কোন অংশে বুজ্জিব শিক্ষাপেক্ষা হীন নহে । ববং অন্তান্ত বিষয়ে আমা-দিগেব নিকট ভাল বলিয়াই বোধ হয় । ইঁহাব শিক্ষা খুঁট বা বুজ্জিব শিক্ষাব ভায় আত্ম নিগ্ৰহেব শিক্ষাও নহে । তিনি জীবনকে দুঃখময় বিশ্বাস কৰিতেন না । সংসাৰে কিকপে স্মৃথে থাকিব, কিসে সামাজিক উন্নতি হয় তাহাই দেখিব, এই তাঁহাব শিক্ষা । এ বড মহৎ শিক্ষা, এই শিক্ষাই মানবেব উপযোগী । তাঁহাব সকল শিক্ষাই দোষ শূন্য, কেবল তিনি জী জাতিকে নিতান্ত অবলা ও অপদার্থ জ্ঞান কৰিতেন । তাহারা সৰ্বদা সকল বিষয়ে পুৰুষেৰ অনুগত হইয়া চলিবে, এই উপদেশ তত উচ্চ মনেব উপযুক্ত নহে । ৪৪০ খৃঃ পূঃ অন্তে ইঁহাব মৃত্যু হয় ।

## কৈফিয়ৎ ।

বিগত সংখ্যক “আলোচনাভে” “যোগ শাস্ত্ৰ” সম্বন্ধে যে প্ৰবন্ধটো প্ৰকাশিত হইয়াছে, তাহার উপসংহাৰ ভাগে লেখক মহাশয় তাঁহার কোন বন্ধুৰ পত্ৰ হইতে ব্ৰাহ্মধৰ্ম প্ৰচাৰক শ্ৰীযুক্ত পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহা-শয়ের প্ৰবৰ্ত্তিত ধোণ ও তাঁহার মত সম্বন্ধে কতকগুলি কথা প্ৰকাশ

কবিগাঠন বলিয়া বেহ বেহ মনজুহু হইয়াছেন। বিশেষ রূপে না জানিয়া না শুনিয়া—গোস্বামী মহাশয়কে এ সম্বন্ধে কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া, সেই প্রবন্ধ প্রকাশ কবাতে, বেহ বেহ আমরাদিগকে সম্পাদকীয় কর্তব্য পালনেব অভিযোগেও অভিযুক্ত কবিতেন। আজ আমরাদিগকে তাহাবই কৈফিয়ৎ দিতে হইতেছে। সৰ্ব সাধাবণের জানা উচিত যে, “আলোচনা” কোন সম্প্রদায় বিশেষেব বাগজ নহে,—ইহাতে হিন্দু ব্রাহ্ম, খৃষ্টান মুসলমান সকল সম্প্রদায়েব লোকে স্ব স্ব ধর্মমত লইয়া আলোচনা করিতে পাবেন। সুতরাং কেহ যদি সুরাচিব সীমা অতিক্রম না করিয়া ব্রাহ্মধর্ম বা ব্রাহ্মসনাতন সম্বন্ধে কোন কথা লেখেন, তাহা প্রকাশ করিতে আমরা কুণ্ঠিত হইব না। এতদ্ব্যতীত যিনি সেই প্রবন্ধেব লেখক, তিনি এজন্য সাহিত্য সমাজে সুরাচিত প্রবীণ ও স্নেহলব্ধক। আমাদের বিশ্বাস, তিনি তাহাব বন্ধন পর হইতে যাহা উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা অথচ বিশেষ বিবেচনা ও অন্তসন্ধানেব পর উদ্ধৃত করিয়া থাকিবেন, অথচ তাহাতে এমন দু-একটা কথাও প্রকাশিত হইয়াছে—“ঈশ্বর সঙ্গব্যাপী নহেন,” “আমি চাঁবি দেওর মধ্যে একজন পাণ্ডীকেও ঈশ্বর দর্শন করাইতে পারি”—যাহা গোস্বামী মহাশয় বলিতে পাবেন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস করিতে এখন প্রবৃত্তি হয় না। এই আন্দোলনেব সময় চাঁবি দিকেব কাগজে গোস্বামী মহাশয়েব সম্বন্ধে নানা কথা প্রকাশিত হইতেছে এবং তৎ সমুদয়ে যে সকল ভ্রান্ত বিবরণ প্রচারিত হইতেছে, গোস্বামী মহাশয় স্বয়ং তাহাব প্রতিবাদ করিতেছেন দেখিয়া আমরা ভাবিয়া ছিলাম, এই যোগশাস্ত্রের প্রবন্ধে তাহাব সম্বন্ধে যদি কোন ভ্রান্ত কথা প্রকাশিত হইয়া থাকে, তবে তিনি তাহাবও প্রতিবাদ করিয়া সাধাবণেব ভ্রম দূর করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না, তদ্বাচ্য তাহাব কার্য্য প্রণালী, মতামত এবং ব্রাহ্মধর্ম সম্বন্ধে লোকেব মনে যে কুসংস্কার ও সন্দেহ জন্মিতেছে, তাহাও দূর হইবে। তাহাব নামে কুংসা বটনা কবা বা তাহার বিরুদ্ধে লোকেব মনে কুসংস্কার জন্মাইয়া দেওয়া, আমাদের উদ্দেশ্য ছিল না বা নাই,—আমরা দৃঢ়তাব সহিত বলিতে পারি, আমাদের প্রবন্ধেব লেখক মহাশয়েরও এরূপ উদ্দেশ্য নহে। সেই প্রবন্ধ সম্বন্ধে গোস্বামী মহাশয়েব যাহা বক্তব্য আছে, আমরা সাদরে তাহা পত্রস্থ করিব।

## সমালোচনা ।

বিধবা বিবাহের শাস্ত্রীয়তা ও যুক্তিযুক্ততা,—শ্রীদেবেন্দ্র  
নাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত ।

গ্রন্থকাব এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানিতে বিধবা বিবাহের শাস্ত্রীয়তা ও যুক্তিযুক্ততা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। দেবেন্দ্র বাবু অনেক শাস্ত্রের বচন উদ্ধৃত করিয়া বিধবা বিবাহ শাস্ত্র সম্বন্ধে কি না প্রথমে তাহাই দেখাইয়াছেন, তৎপরে যুক্তিদ্বারা বিচার করিয়া ইহার যুক্তিযুক্ততা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। পুস্তকখানি ভাবটাই হইয়াছে, এবং গ্রন্থকাব সে এ বিষয়ের আলোচনা করিতে গিয়া বৃহৎসম্মত অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাহা বেশ বুঝা যাইতেছে। কিন্তু ব্রহ্মচর্য্য সম্প্রদেয় যাহা' লিখিয়াছেন, তাহাতে আমবা সাধ দিতে পারিলাম না। “ব্রহ্মচর্য্য ধন্যও নহে, ব্রহ্মচর্য্য নিকামও নহে ; প্রভূত দোষবত অদম্য” এ কথা আমবা বলিতে পারি না। শাস্ত্র ব্রহ্মচর্য্যের যে লক্ষণই থাক্, ব্রহ্মচর্য্য বলিতে আমবা যাহা বুঝি, ব্রহ্মচর্য্যের যে আদর্শ আমাদিগের মনে আছে, তাহা অতি উচ্চ, অতি মহৎ, অতি পবিত্র। দেবেন্দ্র বাবু মহর্ষি পদাশ্রয়ে “সুত ভর্তৃবিষা নারী ব্রহ্মচর্য্যে ব্যবস্থিতা ।

সাঁ মৃত্যু লভতে স্বর্গং যথা তে ব্রহ্মচারিণ ॥”

শ্লোকটী উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন যে, ব্রহ্মচর্য্যের শাস্ত্রোক্ত বিধিতে স্বর্গ লাভের প্রলোভন দেখান হইতেছে। ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিলে স্বর্গলাভ হইবে, এই কামনার বীজ হৃদয়ে অঙ্কুরিত করিয়া দেওয়া হইতেছে, সুতরাং ইহা আব কি প্রকারে নিকাম বহিল? ইহা তবে সম্পূর্ণ সন্ধ্যাম। শ্লোকটীর অর্থ এভাবে গ্রহণ না করিলে দেবেন্দ্র বাবু এ ভ্রমটুকুতে পড়িতেন না। শাস্ত্রকাব যে প্রলোভন দেখাইয়া বিধবাকে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিতে বলিতেছেন, এরূপ মনে না করিলেই হইত। ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিলে কি ফল হয়, তাহাই তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। মনে করুন—আমি জানি পবিত্রচেতা, প্রার্থনাশীল হইলে ঈশ্বর দর্শন লাভ করা যায়; এখন আমি এইটী জানি বলিয়া আব আমি পবিত্র বা প্রার্থনাশীল হইতে পারিতেছি না! কারণ, আমি জানি যে ইহাব ফল ঈশ্বর দর্শন, সুতরাং পবিত্রচিত্ত বা প্রার্থনাশীল হইতে চেষ্টা করিলেই, তাহা

সকাম হইয়া গেল। তখন আব তাহাব কোন মূল্য বহিল না। কাজেই বাধ্য হইয়া আনাকে প্রার্থনাদি পবিত্রাগ কবিতে হইল। কিন্তু প্রেরতপক্ষে তাহা অসম্ভব। কি ফল হয় তাহা আমবা দেখিব না, আনাদেব যাহা কর্ভবা তাহা কবিয়া যাইব, ফল যাহাই হউক। নাবী ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন কবিবেন, নিষ্কাম হইয়া ; শাস্ত্রকাব যে প্রলোভনই কেন দেখান না, তাহাতে তিনি অঙ্গেশপও কবিবেন না। যে বমণী এই প্রকাব নিষ্কাম হইয়া—সেই আদর্শ ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন কবিয়া জীবন যাপন কবিত্তে সমর্থ্য হন, তিনি সমস্ত জগত্বেব পূজাব পাত্রী। তাঁহাব দর্শনেও পুণ্য আছে। কিন্তু একপ ব্রহ্মচাৰিণী জগতে কবটী দেখিতে পাওয়া যায় ? সকলেই কি একপ ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন কবিয়া জীবন যাপন কবিত্তে সমর্থ্য হয় ? তুমি শাস্ত্ৰেব দোহাই দিয়া শুকণ্ডীৰ স্ববে বলিতেছ, “প্রবৃত্তিবেবা নাবীনাং নিবৃত্তস্ত মহাফলা।” বেশ বুঝিলাম, “নিবৃত্তস্ত মহাফলা”, কিন্তু তাহা কেবল নাবীৰ পক্ষেই কেন হইবে, পুরুদেব পক্ষেই বা কেন “নিবৃত্তস্ত মহাফলা” হয় না ? আমিও তোমাব স্থায শাস্ত্ৰেব দোহাই দিয়া বলি—

“বলবানিচ্ছিয় গ্রামো বিদ্বাংসমপিকর্ষতি।”

মল্লুই বলিতেছেন ইচ্ছিয়গণ একান্ত বলবান্, ইহাবা জ্ঞানীগণকেও আকর্ষণ কবিয়া থাকে। ইচ্ছিয়গণ সম্যকরূপে জয় কবিত্তে সমর্থ হইয়াছেন একপ মানব জগতে কব জন আছেন ? তোমবা বিবিধ শাস্ত্র আলোচনা দ্বারা জ্ঞানোপার্জন কবিত্তেছ, নানা জ্ঞান ধর্ম্মেব উপদেশ দিতেছ, তোমবাই যখন ৫০।৬০ বৎসবেব সময়ও জীব মৃত্যু হইলে গোঁপে কলপ দিয়া ৮৯ বৎসবেব বালিকাৰ সন্ধানশ কবিত্তে কুণ্ঠিত হও না, এক স্ত্রী গৃহে থাকিতে আব এক স্ত্রী গ্রহণ কবিত্তে দ্বিধা বোধ কব না, তখন “প্রবৃত্তিবেবা নাবীনাং নিবৃত্তস্ত মহাফলা” এ কথা তোমাদেব মুখে ভাল দেখায় কি ? ব্রহ্মচর্য্যেব ভাবটী যে কেবল অবলাব উপবেই পড়িবে, ইহা কখনও হইতে পাবে না। আমবা বলি ইহাবা ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন কবিয়া জীবন যাপন কবিত্তে পারেন, তাঁহাবা তাহাই করুন ; কিন্তু যে হত-ভাগিনী বালবিধবা তাহাতে না সমর্থ্য হয়, তাহাকে, হে সমাজপতি, তুমি “নিবৃত্তস্ত মহাফলা” এ কথা শুনাইও না। যিনি ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন কবিত্তে না পাবেন, তাঁহাকে বিবাহ কবিত্তে দাও, ইহার প্রতিবন্ধক হইও

না, ইহাতে বাধা দিও না ; বাধা দিলে দেশ পাপস্রোতে ভাসিতেছে, ভাসিবে ।

স্থানাভাব বশতঃ আমরা ইহাব বিস্তৃত সমালোচনা কবিতে পারিলাম না । তবে ছুই এক স্থানে আমাদের সহিত মতেব মিল না থাকিলেও পুস্তকখানি বেশ হইয়াছে ।

### একটা নিবেদন ।

মেঘেবা ঘাটে জল আনিতে গিয়া যে সকল আশ্চর্য্য গল্প ও গ্রামস্ত্র লোকদিগেব সম্বাদিত কথ্য কত আলোচনা কবে, তাহা এত দিন বন্ধিন বাবুব উপন্যাসেই পড়িয়া আসিতাম । ছুঃখেব বিষয় যে, সেই সকল খোস গল্প ও ঘাটের ঘোঁট আজ কাল আমাদের আদবেব পত্রিকাতেও স্থান পাইতেছে । কোন ভদ্র লোকেব সম্বন্ধে একটা কথা মুখে বলাই, অপব কাহাবও পক্ষে বিশেষ না জানিয়া উচিত নহে । আব সেদিন “আলোচনাতে” গোবিন্দ বাবু যে সাধু ভাব পূর্ণ প্রবন্ধটা লিখিয়াছেন, তাহাব মধ্যে ব্রাহ্ম ও অপব সাধাবণ সঙ্কলৈব পরম শ্রদ্ধা ভাজন পণ্ডিত বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামীব নামে যে সকল ঘোবতব আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য বিষয় ছাপা হইয়া শত শত লোকেব সম্মুখে প্রচারিত হইল, তাংব সত্যাসত্য সম্বন্ধে আমি কোন কথা বলিতেছি না ; কিন্তু জিজ্ঞাসা করি আমাদের মত সামান্ত লোকেব সম্বন্ধেও যদি কেহ কোন কথা প্রচার কবিতে চাহেন, তাহা হইলে আমি যেমন ইচ্ছা কবি যে, তিনি আমাকে ঐ বিষয়ে প্রথমে না জিজ্ঞাসা কবিয়া প্রকাশ না কবেন,—তেমন অধিকাব, সেই সভ্য ও ভদ্র সমাজে প্রচলিত সাধাবণ অধিকাব কি বিজয় বাবুব মত লোকেব নাই ? যদি থাকে, তবে সে কথা কি প্রকাশ কবিবাব পূর্বে তাঁহাকে একটা বাব জিজ্ঞাসা কবা হইয়াছিল ? আমি জানি, হয় নাই । এই জন্ত ছঃখিত হইয়াছি । কোথায় কে উড়ো কথায় যা ইচ্ছা তাই লিখিল, আমি অমনি “যোগতত্ত্বের” কামানে মাছি মাবিবাব ইচ্ছায় “আলোচনায়” পাঠাইলাম, আলোচনাও (কি অভিপ্রায়ে জানি না) অবিকল ছাপাইয়া পাঠকগণের পরম মঙ্গল সাধন করিলেন ! আমাদের

ভাষ্য পাঠকগণের কিন্তু যথার্থই বড় ক্রেশ হইয়াছে। কেন না, দেশের মধ্যে শ্রদ্ধেয় লোকের সংখ্যা বড় কম, তাহাতে বিজয় বাবুর মত লোকের বিরুদ্ধে যদি মিথ্যা কথা প্রচার হইয়া তাঁহাকে আমাদের আত্মার চক্ষে ছোট কবিশ্য দেয়, তাহা হইলে প্রাণে বড়ই লাগে। এই কপে যদি পৃথিবীর সমস্ত ১৭ ও ১৮২ লোকদেব নামে আমাদের এক জন বন্ধু পত্র হইতে যা ইচ্ছা তাই উদ্ধৃত কবিয়া আলোচনায ছাপাইবার জন্ত পাঠাই, আব তিনি তাহা ছাপান, তাহা হইলে পত্রিকার সম্মান ও মূল্য বৃদ্ধি হয় কি না, সম্পাদক মহাশয় বলিতে পারেন। কিন্তু তাহা হইলে যে স্মৃতিচিহ্ন পাঠকের কখনই পাঠ যোগা হইবে না, সে কথা নিশ্চয়। দাকণ ক্রেশে হৃদয় আজ ভাবাক্রান্ত। আব অধিক লিখিতে পারি না।

তবে একটা উপায় আছে। আমাদের প্রাণের শান্তি বিনষ্ট না হইবার একটা উপায় আছে। যখন কোন বিষয়ে আন্দোলন উঠে, তখন সকলেরই উচিত যে, সে বিষয়ের তিল মাত্র কথা বলিবার সময় যাব পব নাই সাবধান হন। আব সকলেরই উচিত যে, সেই সম্বন্ধে তিল মাত্র গুজব যাবপব নাই সতর্কতা ও পরীক্ষার পব বিশ্বাস কবেন। তাই বলি, তাই পাঠকগণ। যদি সত্যানুসন্ধান তোমাদের উদ্দেশ্য হয়, যদি বিজয় বাবুর মত মহৎ লোকের বিরুদ্ধে অত্যাঘ, অসত্য, কুসংস্কার পোষণ করা উদ্দেশ্য না হয়,—তবে ভাই। তোমাদের পাশে ধবিয়া বলি—যে লেখকের যাহা ইচ্ছা হয় লিখুন এবং সম্পাদক মহাশয়েরও সে সম্বন্ধে যাহা উচিত বোধ হয় করুন—আমরা যেন বিজয় বাবুর নিজের স্বাক্ষরিত কথা ভিন্ন কি ভাল কি মন্দ কোন কথা কদাচ বিশ্বাস না করি। সত্যোব দোহাই! মানব মাত্রেবই প্রতি কর্তব্যোব দোহাই! সত্যনিষ্ঠ, ধর্মগত-প্রাণ ও ব্রাহ্মধর্মের প্রথম প্রচারক বিজয় বাবুর প্রতি যে কর্তব্য স্বর্গে আমরা চিববদ্ধ, তাহাব দোহাই—কেহই যেন অত কোনও প্রকার কথা কখন বিশ্বাস কবিয়া ভ্রান্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত না হই।

শ্রীমঃ—জনৈক পাঠক ।

দ্বিতীয় খণ্ড, নবম সংখ্যা ।

[ শ্রাবণ, ১৯২৩ ।

# আলোচনা

মাসিক পত্রিকা ।

( প্রবন্ধ সকলের মতামতেই লেখকগণ দ্বারা )

— ০৫ —

সূচী ।

|                                      |                                      |     |
|--------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| যোগতত্ত্ব                            | শ্রীযত্ননাথ চক্রবর্তী                | ৩১১ |
| জীবন বা স্বপ্ন                       | শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র বায় চৌধুরী এম, এ, | ৩২২ |
| মামিষ ভক্ষণ                          | শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়        | ৩৩৩ |
| প্রকৃতি                              | শ্রীগোবিন্দচন্দ্র বায়               | ৩৩৮ |
| বাধিকার প্রেম                        |                                      | ৩৪১ |
| আর্য্যাবশ্তে বঙ্গ মহিলা              | শ্রীমতী নীতাবীকা                     | ৩৫০ |
| ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রাহ্মদর্শনের ভবিষ্যৎ | শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল                  | ৩৫৬ |
| আদব                                  | শ্রী———ম                             | ৩৫৮ |
| জীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী ।               |                                      | ৪৫৮ |

মলিকাতা

পটলভাঙ্গা; ২নং বেনেটোলা লেন, সখা-ঘস্ট্রে, শ্রীললিতমোহন দাস-কর্তৃক  
মুদ্রিত ও প্রকাশিত ।

প্রতি খণ্ডের মূল্য: ১/০ আনা মাত্র ।

## যোগ-তত্ত্ব ।

বাক্সসমাজে যে যোগ সাধন এই নতুন প্রচলিত হইতেছে, তাহা নষ্টই মঙ্গলি দেবক্লনাথ ঠাকুর ইহাব পথ প্রণমে প্রদর্শন কবেন । তাঁহাদ প্রণীত ব্রহ্মোপাসনা পদ্ধতিতে তিনি যে ধ্যানের ব্যবস্থা করিয়াছেন, বাহা আমাদের উপাসনার একটা অঙ্গরূপে চিরকাল প্রচলিত হইয়া আসিতেছে, তাহা এক প্রকার যোগ । এই যোগের প্রণালী তাঁহাব সঙ্কলিত ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থে দৃষ্ট হইবে । যথা—

“ত্রিরুম্বতঃ স্থাপ্য সমং শবীরং হৃদীন্দ্রিয়ানি মনসা সন্নিবেশ্য”—  
ইত্যাদি ।

এক প্রীতি ও শিবোদ্দেশ উন্নত কবির, শবীরকে সমভাবে স্থির রাখিয়া এবং মন ও ইন্দ্রিয়দিগকে হৃদয়ে সন্নিবেশ করিয়া—ইত্যাদি ।

কিরূপ স্থান বসিয়া এই যোগাভ্যাস করা উচিত, তাহাও এস্থলে বর্ণিত হইয়াছে ।

সমেগুচৌ শর্করা বহ্নি বালুকা বিবর্জিতৈশ্চ শব্দ জলাশ্রয়াদিভিঃ ।  
মনোনুকূলে নতু চক্ষুপীড়নে গুহা নিবাতাশ্রয়েণে প্রযোজয়েৎ ।’

সমান ও ওচিদশে, ককর ও উত্তপ্ত বালুকা বিজিত স্থানে, বিহঙ্গাদি কুজিত শব্দ, জল ও আশ্রয়মণ্ডপাদি দ্বারা মনোবহন স্থানে, প্রতিবাদীক অনভিমুখে, গুহা অথবা বিবল স্থানে, প্রচণ্ড বায়ুবিজিত দেশে চিত্তসমাধান করিবেক ।

স্থান এবং শাবীক অবস্থা সম্বন্ধে এইরূপ ব্যবস্থা । পবে কিরূপে যোগ করিতে হইবে তাহা কথিত হইতেছে, —

“প্রণবোধনুঃ শরোহাত্মা ব্রহ্মতল্লগ্যমুচ্যতে ।

অগ্রমন্তেন বেক্ষব্যং শরবন্তন্যয়ো ভবেৎ ।”

প্রণব ধনুঃ স্বরূপ, জীবাত্মা শর স্বরূপ, পবত্রক লক্ষ্য স্বরূপ । অগ্রমন্তচিও প্রণব ধনুঃ সাহায্যে জীবাত্মারূপ শব দ্বারা ব্রহ্মকে বিদ্ধ করিবে এবং শব যেমন লক্ষ্য মধ্যে প্রবিষ্ট হয় সেইরূপ পবত্রকোতে প্রবিষ্ট হইলে অর্থাৎ তন্ময় হইবে ।

মহর্ষিকে যাহা ধ্যানস্থ দেখিয়াছেন, তাহাবাই জানেন, তিনি কিরূপ

নিমগ্ন হইয়া ব্রহ্মধ্যান কবেন । তিনি ভূতভুঞ্জি অথবা আসন শুদ্ধিৰ পথ দিয়া যোগ সাধন আবস্ত কবেন নাই এবং প্রাণায়ামাদিও কবেন নাই । কেহ কেহ হয়ত বলিবেন যে, তাঁহাব পক্ষে উহা অনাবশ্যক, একাগ্রতা নিবন্ধন তাঁহাব চিত্ত পবব্রক্ষে সহজেই নিমগ্ন হইয়া যাব ।

স্বর্গীয় মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেনও ত্রিবিধ যোগ অভ্যাস কবিতেন— বহিযোগ, অন্তর্যোগ ও ভক্তিযোগ, অর্থাৎ জড়জগতে ঈশ্বৰ দর্শন, আত্মাতে ঈশ্বৰ দর্শন এবং ইতিহাসে ঈশ্বৰ দর্শন । তিনি এই যোগ সাধনের দুইটা উপায় নির্দেশ কবিয়াছেন, প্রথমতঃ জ্ঞানোপার্জন, দ্বিতীয়তঃ ধ্যান ও চিন্তা । তিনি এই উপায় অবলম্বন কবিয়া ঈশ্বৰেব সহিত একরূপ যোগ কবিতেন যে, তাঁহাব আদেশ বাকা আত্মাতে স্পষ্ট শ্রবণ কবিতেন ।

আমাদেব শ্রদ্ধেয় প্রচারক পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়, যে যোগপথ অবলম্বন কবিয়াছেন, তাহা প্রাপ্ত প্রকাব নহে, তাঁহাব সাধন প্রক্রিয়া প্রাণায়াম । তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন যে, প্রাণায়ামকে সাধন বলে না, ইহা বাস্তবেব অবলম্বন মাত্র । “যেমন খেল, কবতাল, সংগীত, স্তব, স্তুতি প্রভৃতি বাহিবেব অবলম্বন দ্বাৰা সাধনেব কিঞ্চিৎ সাহায্য হয়, প্রাণায়ামেও তদ্রূপ হইয়া থাকে । যে সকল স্থানে সাধকেব শবীৰ স্নান ও নিম্পাপ আছে, সেখানে প্রাণায়ামেব প্রয়োজন নাই ।”—যোগ সাধন সম্বন্ধে কতিপয় প্রশ্নোত্তৰ নামক গ্রন্থ, ৮ম পৃষ্ঠা ।

কিন্তু আমবা তাঁহাব সহিত এ স্থলে ঐক্য হইতে পাবিতেছি না । সংগীত ও স্তবস্তুতি দ্বাৰা যে প্রকাব আধ্যাত্মিক ফল লাভ হয়, প্রাণায়াম দ্বাৰা তাদৃশ হয় না । ঈশ্বৰেব শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন একেবাবে আত্মাকে স্পর্শ কবে, উহাব ফল আত্মাতে উপলব্ধি হয়, কিন্তু প্রাণায়ামেব ফল শাবী-বিক, উহা শবীবেব শিবা ধর্মণীৰ উপব কাৰ্য্য কবে । শ্রবণ মনন নিদি-ধ্যাসন স্বাভাবিক কাৰ্য্য, কিন্তু প্রাণায়াম অস্বাভাবিক কৃচ্ছ্র । প্রথমোক্ত প্রকাব সাধনাৰ উদ্দেশ্য পরমেশ্বৰকে উপলব্ধি কবা, দ্বিতীয় জাতীয় সাধন প্রণালীৰ তাহা উদ্দেশ্য নহে । যোগশাস্ত্রে প্রাণায়ামাদিৰ ফল এইরূপ কথিত হইয়াছে । যথা,—অনিমা, লঘিমা, মহিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, বশিষ্ঠ, ঈশিষ্ঠ, যজ্ঞকামাবসায়িষ্ঠ । ইহাদিগকে অষ্ট মহাসিদ্ধি বলে । পাঠক-দিগকে এই অষ্ট মহাসিদ্ধিৰ ব্যাখ্যা না কবিলে বুঝিতে পারিবেন না, এই জন্ত এস্থলে তাহাদিগেৰ তাৎপর্য্য কথিত হইতেছে ।

অধিমা—সংযম বলে অণু অর্থাৎ অতিশয় স্বল্প হইবার শক্তি ।

লঘিমা—সংযম বলে লঘু হইবার সামর্থ্য ।

মহিমা—ক্ষুদ্র হইয়াও পর্বতাদি প্রমাণ মহৎ হইবার শক্তি ।

প্রাপ্তি—ইচ্ছামাত্র দ্রবস্থ বস্তুকে নিকটস্থ করিবার শক্তি ।

প্রাকাম্য—ইচ্ছাব কোন ব্যাঘাত না পাকা, অর্থাৎ ইচ্ছা হইলে ভূমি-  
গর্ত্তে বা শূন্যে যাইতে পাবে ।

বশিত্ব—ভূত সকল বশীভূত করিবার শক্তি ।

ঈশিত্ব—ভৌতিক পদার্থকে যেকপে ইচ্ছা বাঞ্ছিতে পাবে ।

যত্রকামাবসায়িত্ব—ভৌতিক পদার্থকে যেকপ শক্তি দিতে ইচ্ছা করা  
হয়, তাহা বা সেইরূপ শক্তি বিশিষ্ট হওয়া—যথা, মৃতকে জীবিত করা,  
বিমকে অমৃত করা এবং তাহার বিপরীত অর্থাৎ জীবিতকে মৃত করা এবং  
অমৃতকে বিষ করা ।

এতদ্ব্যতীত আরও যে কত ফলেব কথা উক্ত হইয়াছে, তাহা এস্থলে  
বলিয়া শেষ করা যায় না । আমরা আব কয়েকটি মাত্র উল্লেখ করিতেছি ।

“ভুবনজ্ঞানং সূর্য্যে সংযমাৎ ।

চন্দ্রে তাবাব্যুহজ্ঞানং ।

ঋবে তদগতি জ্ঞানং ।”

পাতঞ্জলদর্শন—বিভূতিপাদ—২৭, ২৮, ২৯ সূত্র । যোগীবা সূর্য্য-  
মণ্ডলে চিত্ত স্থিতি করিলে সপ্তলোক ও তদন্তর্গত সমস্ত পদার্থ ও জীব  
সকল প্রত্যক্ষ করিতে পাবেন । চন্দ্রমণ্ডলে চিত্তসংযম করিলে তাবকা-  
মণ্ডলীয় জ্ঞান ভবে । ঋবতারায় চিত্তসংযম করিলে তাবকাগণের গতি  
জানিতে পারা যায় ।

“মূর্ধ্বে জ্যোতিষি সিদ্ধ দর্শনং ।” ঐ ৩৩ সূত্র । অর্থাৎ মূর্ধ্বে অর্থাৎ ব্রহ্ম-  
রন্ধ্রেব জ্যোতিতে সংযম প্রয়োগ করিয়া যোগীবা স্বর্ণ ও পৃথিবীর অন্তরাল-  
বাসী সিদ্ধ পুরুষদিগকে অর্থাৎ অদৃশ্যচর মহাত্মাদিগকে সন্দর্শন করেন এবং  
তাহাদিগের সহিত কথোপকথনও করেন । অল্পে সেই সকল দিব্য পুরুষ-  
দিগকে দেখিতে পায় না, তাহাদের অস্তিত্বও জ্ঞাত নহে । যোগের প্রধান  
উদ্দেশ্য এই যে, তাহারা চিন্তের মলিনতা নষ্ট হইয়া জ্ঞান বিশুদ্ধ ও প্রদীপ্ত হয়  
এবং ক্রমে আত্ম সাক্ষাৎকার লাভ হয় । যোগের আটটি অঙ্গ । ১ম, নিয়ম

আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাদি । এই আট অঙ্গের  
তানুপূর্ণা এতদা প্রকাশ করা আবশ্যিক বোধ হইতেছে ।

যম । অহিংসা, সত্য, অজ্ঞেয় অর্থাৎ অচৌর্যা, ব্রহ্মচর্যা, অপরিগ্রহ  
এই পাঁচ প্রকার সাধন করা । অপরিগ্রহ শব্দ দেখ বস্তুবিবিক্ত ভোগ-  
সাধন না করা ।

নিয়ম—শোচ সন্তোষ, তপস্যা, স্বাধ্যায় ( অর্থাৎ বেদাদি শাস্ত্রপাঠ )  
এবং জপের প্রণিধান সাধন করা ।

আসন—যোগাভাস কারণ স্থিতিভাব একপে উপবেশন করা, যদ্বাং  
শরীর অথবা মনের কোন প্রকার ক্রোধ না হয় । এই আসন যোগীরা  
চৌবাধী (৮৪) প্রকার করেন । তন্মধ্যে পদ্মাসন ও সিদ্ধাসনকেই শ্রেষ্ঠ  
বলা হইয়াছে । পদ্মাসন বসিবার নিয়ম এই—বাম উরুর উপরে দক্ষিণ  
পাদ ও বাম হস্ত চিত্র বসিয়া বাগিবে এবং দক্ষিণ উরুর উপরে  
বামচরণ ও দক্ষিণ হস্ত চিত্র দাখিয়া বাগবে নাসাগ্রে দৃষ্টি স্থাপন করিবে,  
এবং বমগ্রীবা উন্নত কবিয়া উপবেশন করিবে । সিদ্ধাসন এইরূপ—বাম-  
পাদমু । মলদ্বাবে এবং দক্ষিণপাদ বাম উরুতে ( অথবা শিশ্মোপবি )  
বাগিয়া, নাসাগ্রে ( কেহ কেহ বলেন ক্রমধ্যদেশে ) দৃষ্টি স্থাপিত কবিয়া  
সমকায় শিবগ্রীবাবস্থাতে উপবিষ্ট হওয়া । এতদ্ব্যতীত আরও একটি শ্রেষ্ঠ  
আসন আছে—

অর্দ্ধাসন—অর্থাৎ দক্ষিণ উরুতে বামপাদ ও বাম উরুতে দক্ষিণ পাদ  
বাগিয়া শরীর ও নৈত্রের অবস্থা পৃথক্কৃত প্রকারে স্থিতি কবিয়া উপবিষ্ট  
হওয়া । ইহাকে স্বস্তিকাসনও বলে এবং কেহ কেহ জাহ্নু ও উরুর মধ্যে  
পদতলদ্বয় স্থাপন করিবার দেন । শিবসংহিতায় আরও একটি আসনের  
উল্লেখ আছে—উগ্রাসন । উহা এই প্রকার—পদদ্বয় প্রসারিত কবিয়া  
পবম্পব অসংযুক্ত বাগিবে এবং কবদ্বয় দ্বারা পদদ্বয় দৃঢ়রূপে ধারণ করতঃ  
উভয় জাহ্নু উপরে মস্তক স্থাপন করিবে । উপরূ হইয়া এই সাধন  
করিতে হয় ।

প্রাণায়াম—নিশ্বাস প্রশ্বাসকে একপ্রকার নিয়মায়ীক করা । প্রাণায়াম  
তিন প্রকার বাহুবৃত্তি অর্থাৎ বায়ুকে বাহিব করা, ইহার নাম বেচক ।  
দ্বিতীয়তঃ আভ্যন্তরবৃত্তি, অর্থাৎ বায়ু আকর্ষণ করিয়া শরীরাত্তরে পুণকরা,  
ইহাকে পূবক বলে । তৃতীয়তঃ স্তম্ভবৃত্তি, অর্থাৎ বায়ুকে শরীরাত্তরে

বক্ষা কৰা, ইহাকে কুস্তক বুলে। কিন্তু এটো বায়ু গ্রহণ ও ত্যাগাদি কৰিবাত হইবে, তাহাৰ আঁৰৰ নিয়ম আছে। যথা—

দক্ষিণ হস্তৰ অঙ্গুলি দ্বাৰা দক্ষিণ নাসিকাবন্ধক অববদ্ধ কৰতঃ বাম নাসিকাবৰ ইডা নাড়ীবন্ধ বায়ু পূৰণ কৰিব। এৰা মধ্যনাড়ীবন্ধ ঐ পূৰ্বিত বায়ুকে বোধ কৰতঃ অনন্তৰ দক্ষিণ নাসিকাবৰ পিছলী নাড়ীছিন্ন দিয়া পৰিত্যাগ কৰিবে। পুনৰাব দক্ষিণ নাসিকাতে বায়ু পূৰণ কৰিবা বাম নাসিকা দ্বাৰা পৰিত্যাগ কৰিবে।

প্ৰত্যাহাৰ—পূৰ্বোক্ত প্ৰকাৰ সাধন কৰিলে ইন্দ্ৰিয় বশীভূত হয়, এইৰূপ যোগীৰা বালন এবং তখন চিত্তকে যথা ইচ্ছা তথায় স্থিৰ কৰা যায়। ইন্দ্ৰিয় দিগকে এইৰূপে বাহুবল্য হইতে প্ৰত্যাহৃত কৰাৰ নাম প্ৰত্যাহাৰ। চিত্ত এইৰূপ বশীভূত হইলে ধ্যান দাবণা ও সমাধি কৰা সম্ভৱ হয়।

ধাবণা, ধ্যান, সমাধি—কোন একটী বস্তুতে চিত্তকে স্থিৰকৰা ধাবণা, ধাবণা বত অবিচ্ছেদ স্থায়ী হয় সেই অবস্থাকে ধ্যান বুলে, এবং সেই ধ্যান যখন নিজ অস্তিত্ব বিশ্বৰণ কৰাইবা কেবল ধ্যেয় বস্তুকেই প্ৰকাশ কৰিবে তাহাই সমাধি।

যোগতত্ত্ব সংক্ষেপে বৰ্ণিত হইল। এখন প্ৰশ্ন এই, যোগদ্বাৰা যে সমস্ত ক্ষমতালব্ধ হয় বলিয়া কথিত আছে, তাহা কতদৰ সত্য ও সম্ভৱ। সুক্ষ্মকায় ধাবণ কৰিয়া ভূমধ্য প্ৰবেশ কৰা, লগ হইয়া আকাশে বিচৰণ কৰা, ইচ্ছা-মাত্ৰ দূৰস্থ বস্তুকে নিকট কৰা, মৃতকে জীৱিত কৰা, সৃষ্টবস্তুৰ গুণাগুণ ও শক্তিৰ অন্বেষণ কৰা—এই সমস্ত ক্ষমতাৰ কথা যাহা পূৰ্বে উক্ত হইয়াছে, তাহা যোগী উপাৰ্জন কৰিতে পাবেন কি না? আমবা ইহা বিশ্বাস কৰি না। Miracle অৰ্থাৎ প্ৰাকৃতিক নিয়মেৰে বিকল্পে কাণ্য কৰা সকল দেশেই শুনা যায়, এবং যেখানে বিজ্ঞানেৰ আলোচনা অল্প এবং বিশ্বাস অন্ধতাতে পৰিপূৰ্ণ, সেই খানেই এই সমস্ত অদ্ভুত ব্যাপাবেৰ কথা শুনা যায়। আমবা যদিও স্বীকাৰ কৰিয়া লই যে, যোগী এই সকল কাৰ্য্য কৰিতে পাৱেন : তাহাতেই বা ধৰ্ম্মেৰ কি লাভ হইল? মানবাত্মা যদি ভূগৰ্ভমধ্যে প্ৰবেশ কৰিতে পাৱে, আকাশে সঞ্চৰণ কৰিতে পাৱে, কলিকাতাৰ বসিষা আমে-ৱিকায় সংবাৰ জানিতে পাৱে, মুহূৰ্ত্তেৰ মধ্যে দূৰদেশে গমনাগমন কৰিতে পাৱে, তহাৰা বিজ্ঞানেৰ প্ৰচুৰ লাভ হয় সংশয় কি? তজ্জন্ত আমবা যোগীদিগেৰ সাধনাৰ আশঙ্কতা স্বীকাৰ কৰিতে পাৰি। যদি তাহাৰা

বেলবোড ও তাড়িঘাটীবাঁহকে অতিক্রম কবিয়া গমনাগমনেব এবং সংবাদ আদান প্রদানেব একপ আশ্চর্য্য প্রণালী প্রচাব কবিতৈ পাবেন, তাহা হইলে সমস্ত বিজ্ঞান-জগতে তাঁহাবা প্রসিদ্ধি লাভ কবিয়া চিবস্ববণীষ হইবেন। তাহা হইলে আমবা সকলে যোগাভ্যাসে বত হইতে পারি। কিন্তু এপর্য্যন্ত তাঁহাবা কিছুই দেখাটাত পাবেন নাই, শাস্ত্রে যাহা লিপিবদ্ধ আছে, কার্গে তাহা পবিণত কবিতৈ পাবেন নাই। বজ্রিংসিংহেব সময়ে একজন যোগী ভূগৰ্ত্তমধ্যে বহুকাল অনাহাবে ছিগেন শুনা যায় এবং এই রূপ অনশনাবস্থায় অন্তান্ত স্তলেও যোগীদিগকে দৃষ্ট হইয়াছে একপ কথিত আছে, কিন্তু সেই সমস্ত যোগীবা দম্ববিষয়ে, ঈশ্ববদশন বিষয়ে কি লাভ কবিয়াছিলেন, তাহা কেহ বলে না, কেহ জানে না। যদি তাহাদেব ঈশ্বব সাক্ষাৎ হইয়াছিল স্বীকাব কবা যায়, আমবা সেরূপ ঈশ্ববসাক্ষাৎকাব লাভ প্রার্থনা কবি না। যদি সেইরূপ অর্দ্ধজড় অর্দ্ধমৃত অর্দ্ধচেতন অবস্থা না হইলে ঈশ্বব সাক্ষাৎকাব না হয়, তাহা হইলে দম্ব বিভগ্ননা, অধ্যায়তত্ত্ব মৃত্যুতত্ত্ব সমান। বিজ্ঞানবিদগণ কত নব নব তত্ত্ব আবিষ্কাব কবিতৈছেন, কিন্তু যোগীবা তৎসম্বন্ধে কি কবিয়াছেন? সেই জন্ত আমবা বলি, অগিমা লঘিমা শক্তি কেবল শব্দমাত্র। কেহ বলিতে পাবেন, অমুক দিন অমুক ব্যক্তি দূব দেশন্ত অমুক কোন সময়ে কি কবিতৈছিলেন তাহা যোগবলে জানিতে পাবিয়াছিগেন এবং তাহা গবে প্রমাণ হইয়াছে। সত্যবাদী বলিয়া যদি তাঁহাকে অবিষ্কাম না কবা যায়, তবে একপ ঘটনাকে একটী আকস্মিক ঘটনাই বলিব, কেবল কল্পনা বলে হঠাৎ একটী ঘটনা অনুমান কবা হইয়াছিল বলিব। কেন না যদি এরূপ শক্তি যথার্থ হইত, তাহা হইলে ইহা প্রতিমূহূর্ত্তেই প্রকাশিত হইত। যদি বলা হয় যে, ঐ শক্তি এখনও সম্পূর্ণতা লাভ কবে নাই, ততন্তবে ইহাই বলিব যে পাতঞ্জলির সময় হইতে যদি ঐ শক্তি বৃদ্ধি না হইল, তাহার প্রতি আস্থা হইতে পারে না। এপর্য্যন্ত যে ঐ শক্তি শাস্ত্রেতেই পর্য্যবসিত আছে, তাহা কে স্বীকাব কবিবে? বিজ্ঞানবেত্তাবা কত গ্রহ উপগ্রহ আবিষ্কাব কবিলেন, কত ভৌতিক নিয়ম উদ্ভাবন করিলেন, কিন্তু যোগীবা কি করিয়াছেন? অতএব ভৌতিক বাজ্যে তাঁহারা কিছুই কবেন নাই দেখা গেল। ঈশ্বরতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁহাবা কি কবিয়াছেন? আমবা যোগসাধকদিগকে এই প্রশ্নের উত্তব দিতে অনুবোধ কবি। ঈশ্ববেব স্বরূপাদি বিষয়ে তাঁহারা কি আবিষ্কাব করিয়াছেন,

যাহা অযোগীবা জানিতে পাবে নাই ? যদি তাঁহা বা যোগবলে কিছু অধিক জ্ঞান লাভ কবিত্তে পাবিয়া থাকেন, তাহা জগতে প্রচাৰ ককন । “অপূৰ্ণ বস্তু দেখিতেছি” “আব কোন অভাব নাই” কেবল এ প্রকাৰ অনিৰ্দিষ্ট বাক্য দ্বাৰা জগতের উপকাৰ হইবে না । আমবা যাহা শুনিযাছি, তাহাতে আমাদের এই প্রকাৰ বোধ হইয়াছে যে, প্রণায়াম কবিত্তে কবিত্তে ভিতবে একপ্রকাৰ অবস্থা উপস্থিত হয়, নানা প্রকাৰ শব্দ শ্রুত হয় এবং দৃশ্যও দেখা যায়, তাহা বড় প্রলুব্ধকৰ এবং তাহাব লোভে অনেকে উহা অভ্যাস আবস্ত কবেন ।

“মত্তভৃঙ্গ বেণুবীণা সদৃশঃ প্রথমোদ্ধনিঃ ।

ঘণ্টানাদ সময় পশ্চাধ্বনিৰ্মেঘরবোপমঃ ।

তত্রনাদে যদাচিন্তং রমতে যোগিনোভৃশং,

বিস্মৃত্য সকলং বাহ্যং নাদেন সহসাম্যতি ॥”

মহাদেব পার্শ্বতীকে বণিতেছেন, হে পার্শ্বতী সিদ্ধাসনের তুল্যা আসন নাই, কুন্তকেব সদৃশ বল নাই, খেচরী মুদ্রাব সদৃশী আব মুদ্রা নাই এবং নাদেব সদৃশ লয় নাই । এই নাদ শ্রবণ কবিত্তে কবিত্তে যোগী চিদাকাশে বিলীন হন ।

“শিবঃ কপালে রুদ্রাক্ষো বিবিধং চিন্তয়েদ্যদি,

ভদ্রাজ্যোতিঃ প্রকাশস্তাচ্ছিত্যুতেজঃ সমপ্রভং ।

এতচ্চিন্তনমাত্রেন পাপানাম্ সংক্ষয়োভবেৎ ।

সিদ্ধানাম্ দর্শনং তস্য ভাষণঞ্চ ভবেদ্ধবং ॥”

“আত্মকপালে বিবিধ শিবনেত্র চিন্তা কবিলে বিছাতের ন্যায় জ্যোতিঃ হৃদাকাশে প্রকাশ হয় এবং ইহাব চিন্তামাত্র সমস্ত পাপ ক্ষয় হয় । সেই জ্যোতিঃ দিবাবাত্রি চিন্তা কবিলে তাহাব মধ্যে সিদ্ধপুরুষদিগেব দর্শন হয় এবং তাহাদেব সহিত সম্ভাষণও হয় ।” যাহারা এইরূপ কল্পনাকে চরিতার্থ করিয়া সুখী হইতে চাহেন, তাঁহাবা প্রাণায়াম অভ্যাস ককন, ধৰ্ম্মার্থাদিগেব পক্ষে প্রাণায়ামের বিশেষ প্রয়োজন নাই । আমাব

কথাব কত গুণানুচয় অতিপ্রায় মনে করিবেন না । হঠ যোগীদিগের শাস্ত্র হঠাতে আমি এই সমস্ত ওহ ব্যাখ্যা কবিলাম । তাহারা যোগেব যে সমস্ত নীচ অভিপ্রায় বণনা কবিয়াছেন, তাহা বলিতেও লজ্জা বোধ হয়, সেই জন্ত আমি তাহা হঠাতে নিবৃত্ত হইলাম । কোন পাঠক যদি তাহা জানিতে ইচ্ছা করেন, শিবসংহিতা নামক গ্রন্থের পঞ্চমপটলেব ১৩৭ হইতে ২০২ শ্লোক পাঠ কবিবেন । যোগীদিগের অপব্যাপব সিদ্ধি ও ক্ষমতা বিষয়ে বাহা পাঠ কবা যায়, তাহাও ধর্ম্মার্থে কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই । যোগীবা প্রাণায়ামসিদ্ধ হইলে ভেদেব ন্যান্য প্রভৃতি বিশিষ্ট হন, এবং অবশেষে ভূতব পবিত্র্যাপ পূজক নিবরণে শূণ্য ভ্রমণ কবিতো পাবেন । যোগীবা মৃত্যুঞ্জয়, বোগশৃঙ্খ ও দীর্ঘায় হাবন, এবং তাঁহাদের ইচ্ছা-মত্বয় ক্ষমতা জন্মে । তাহাবা দব শ্রবণ, দূবদর্শন, দূবগমনেব ক্ষমতা লাভ কবেন । এই সমস্ত ঐশ্বর্যা ধর্ম্মার্থীবা কামনা কবেন না ।

আমবা এই প্রস্তাবেব প্রাবন্ধে যে সোণেব কথা উল্লেখ কবিয়াছি, তাহাই ধর্ম্মার্থীব পক্ষে আবশ্যক । সেই যোগের বিষয় ভগবদগীতায় অতি বিশদরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে । যোগী কামনাশূন্য হইবেন—

“সর্ব সঙ্কল্পসংন্যাসী যোগীকুচস্তদোচ্যতে ।”

তিনি ভূচরী খেচরী সিদ্ধি, যক্ষগন্ধর্ব বশীকরণ প্রভৃতি নীচ কামনা দ্বাবা পবিচালিত হাবেন না, কিন্তু কেবল পবমাত্র জ্ঞানই তাহাব লক্ষ্য—

“ষদাবিনিযতং চিত্তমাত্মন্যেবাবতীকৃতে,

নিষ্পৃহঃ সর্বকামেভ্যো যুক্ত ইত্যাচ্যতে তদা ।”

এই যোগাভ্যাসেব জন্ত প্রাণায়ামাদি কোন কুচ্ছ কবিতো হয় না কামনা পবিত্র্যাপ ও মন দ্বাবা ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিয়া মনকে আত্ম চিন্তায় নিযুক্ত কবিতো হয় । এইরূপ সমাহিত বাক্তি ব্রহ্মদর্শন করিয়া থাকেন ।

গীতার প্রাণায়াম প্রভৃতি যজ্ঞকে কশ্মল বলিয়া উক্ত হইয়াছে—অর্থাৎ বাস্তবনকারিক ; আত্মাব সহিত ইহাদিগেব কোন সম্পর্ক নাই ।

“এবং বহুবিধা যজ্ঞা বিজ্ঞা ব্রহ্মনোমুখে ।

কর্ম্মজ্ঞান বিজ্ঞিতান সর্বানেবাং জ্ঞাত্বা বিমোক্ষয়েৎ ।”

হঠাৎগোঁবা যেকপ প্রাণায়ামকেই 'যোগেব প্রধান অঙ্গ কবিযাছেন, গীতাতে সে ভাব দৃষ্ট হয় না । গীতায় আসন ও প্রাণায়ামেব কথা কেবল প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ কবা হইয়াছে । গীতাব সুন্দর সাধন প্রণালীর বিষয়ে পবে লিখিবাব ইচ্ছা বহিল । ( ক্রমশঃ । )

শ্রীমদ্ভূনাথ চক্রবর্তী ।

## জীবন বা স্বপ্ন ।

‘জীবনে ও স্বপ্নে প্রভেদ কি ? কেহ বলেন জীবন উজ্জলতর, স্বপ্ন ছায়ায় অস্পষ্ট । কথাটা ঠিক নহে । স্বপ্নে স্বপ্ন তেমনি উজ্জল, তেমনি জীবন্ত, তেমনি প্রাণভরা,—জীবন যেমন উজ্জল, যেমন জীবন্ত, যেমন প্রাণভরা । স্বপ্ন ও জীবনেব তুলনা কবিবার সময় স্বপ্ন বুঝাইয়াছে, মৃত অদৃশ্য উড়িয়া গিয়াছে, জীবন তখন জীবিত, তখন চোখেব সমক্ষে । দিনেব বেলায় দিন বাজিব তুলনা হয় না, বাজিকালে বাজি দিনেব তুলনা হয় না । অতীত বর্তমানেব তুলনা অসম্ভব, বর্তমান ভবিষ্যতেব তুলনা অসম্ভব, অতীত ভবিষ্যতেব তুলনা শূণ্যে শূণ্যে সমালোচন । জীবিত ও মৃতের তুলনা যদি সম্ভব হইত, স্বপ্ন ও জীবনেব তুলনা করা যাইত । অরু চক্ষুয়ানকে বুঝে না, অন্ধেব হৃদয়ে ছায়াব মধ্যে কত লীলার অভিনয় চক্ষুয়ান বুঝিবে কি ? দৃষ্টি সীমাবদ্ধ, অন্ধতা অসীম । ক্ষুদ্র রাজ্যেব তৃণকণা চক্ষুকে অতিক্রম করিতে পাবে না, অনন্তে যাহা কিছু মহান্ শোভন দর্শনীয়, অন্ধেব তাহা মুষ্টিমধ্যে । জীবন ও স্বপ্ন দুটিকে যুগপৎ অতিক্রম করিতে পারিলে দুটির সম্যক সমালোচনা করা যায়, নতুবা জীবনে স্বপ্নেব স্বপ্নে জীবনের পূর্ণাস্বাদ ঘটে না । পূর্বে জীবনেব কথা এ জীবনে একেবারে বিস্মৃত হইয়াছি, অতীতের উজ্জলতা মলিন হইয়া ছায়ায় পবিণত হইয়াছে, তীব্রতা কোমল হইয়াছে, কোমল কোমলতর হইয়াছে । কমলের সে কণ্টকটী ভুলিয়া গিয়াছি, কমল কুম্ভে পরিণত হইয়াছে । সে সৌরভের ছায়ামাত্র কল্পনায় ভাসি-

ভেছে। সে মুগথানি, ভাবিয়াছিলাম শৌহ অক্ষবে পাঠানে অঙ্কিত কবি-  
 যাছি, কৈ বদনমানব ধূলায় একেবাবে মুছিয়া না যাউক, অংশতঃ ঢাকা  
 পড়িয়াছে, সোজা বেথা বঁকা হইয়াছে, বঁকা বেথা সোজা হইয়াছে, সে  
 তিলটী মুছিয়া গিয়াছে, তেমন মনোহর তেমন মোহন হৃদয়ভবা আব  
 নাই। ধবিতে আকবাকু কবি ধবিতে পাবি না, চিত্রপটে তুলিকা পবাস্ত  
 হইল, তাহাব প্রতিকৃতিও তাহাবে তেমনটী দেখাইতে পাবে না। সে  
 মাধুরী, সে মনোমোহন মাধুরী, সাধা কি প্রতিকৃতি ধরিবে, হৃদয় ধবিয়া  
 বাগিন্দ পাবে নাই। তাই বিবচে দেখিতে ইচ্ছা হয়, বিষোগে স্বপ্নে  
 প্রত্যাশা ববি, আবাশ পানে চাহি, আকাশ যদি বাগিয়া থাকে। “কি  
 জানি কি ঘুমঘোরে, কি চোখে দেখেছি তোরে।” ঘুমের আবেশে যাহা  
 মোহন, দিবা, উজ্জল, নিকটে প্রাণের ভিতবে, ঘুম ভাঙ্গিলে ছায়াব  
 সহিত তাহা ধাবে ধাবে মরিয়া যায়, দিবসের আলোককে ঘৃণা কবে,  
 ইন্দ্রিযের জড়তা তুচ্ছ বার হৃদয়ের স্পন্দ বোমলতা তাহাব মনোমত,  
 তাহাব অনাবৃত বক্ষে ডায়াস শীতলতায় সে নৃত্য কবিত্তে ভালবাসে।  
 জড়তা তীব্রতা সঞ্চায়েব সঙ্গে সঙ্গে সে অন্তহিত হয়। সে একাকী একা-  
 কিনিব সহিত বরণ কবিত্তে ভালবাসে। সহচরীকেও হৃদয়ের ভালবাসা  
 দেখাইতে চাহে না, প্রতিবেশী চক্ষু কর্ণ উকি মাঝিলেই সে ঘোমটা টানিয়া  
 কুলবধব মত মনে মুখে ভিন্ন হইয়া বসে। তাব মনের কথা মুখে ফুটে না,  
 সাধা কি চোখের কাছে গল্প শুনিয়া তাহাব ভালবাসাব গাঢ়তা অন্তভব  
 কবিত্তে পাবিবে। চোখে যাহা ফুটে না, প্রতিকৃতিতে তাহা মিলিবে,  
 মানুষ্যেব কি ভ্রবাশ। স্তবৎ স্বপ্ন অপেক্ষা জীবন উজ্জলতব বলিয়া একটা  
 থামখেয়ালি বেথা টানা বিজ্ঞান সঙ্গত নহে।

অপ্ন অসঙ্গত-জীবন-সঙ্গতি-সম্পন্ন এ কথাই কি সত্য? চোখের কাছে  
 হাতেব উপব ধবি ধবি কবি ধবিত্তে পাবিনা ত। যখন ভাবি ধবিলাম, হাত  
 থুলিয়া দেখি শূন্য মুষ্টি, হাতেব ভিতব কিছুই নাই। নির্দয় হৃদয় কবাটে  
 আবদ্ধ করিলাম, বাস্তাস হইয়া উড়িয়া গেল। স্তম্ভক বলিয়া বনে, পথে,  
 মরুপ্রান্তরে অহুসরণ কবিলাম, নিকটে যাইয়া দেখি কুকুপা রাক্ষসী।  
 জীবনে সত্য কোথায়? মস্তিষ্কে বুদ্ধি কোথায়? হৃদয়ে শোণিত কোথায়?  
 আব ঐ যে সাঁঝের আকাশে পাখীর স্বরের মত কি একটা স্বর কাণে  
 স্পর্শ করিল, ওটা কি সত্য? ঐ যে ছায়াময়ী দেবতা কল্পনার অতীত,

“তুলিতে তুলিতে নাবে” ঐ যে কি যেন কিছু, কপাব অতীত করনাব অতীত কবিতাব অতীত, গানের বাগিনী ফুলেব সুসমা, জোছনাব ছায়া, সৌভেব প্রাণ ঐ যে কিছু বুকেব ভিতব কেমন কবিতা পশিল—স্বপ্নেও যা ভাবি নাই—এও কি সত্য ? ইহাও যদি সত্য হয়, জীবন কি স্বপ্ন অপেক্ষা অল্প অসঙ্গত ? জাগন্ত চোখে ঘুমের ঘোব, চক্ৰিকাব বজ্রপাত, পশ্চিমে সূর্য্যোদয় জীবনে কি দটে না ? ওপলোব দেসদিমোনা, বাধিকাব আযান ঘোম, দবিদ্রেব বজ্র লাভ, রূপণেব ভূলা দান, কস্মনে বীট, কমলে কণ্টক, চক্রে তাপ, হাবে সর্প, অমৃত গবল, ইহা জীবনেব নিত্য ঘটনা। স্বপ্ন অবাচিত বজ্র লাভ, জীবনে অসম্ভব সম্ভাবনা, স্বপ্নে কতবাব উষ্ণি কতবাব পড়ি, জীবন চক্রবৎ পৰিবর্ত্তন্ত, যাহা ধবিত একান্ত বাসনা। স্বপ্নে ধবিতে দোড়াইলে পদে পদে পা পিছলাইয়া পড়িয়া যাই, এক পাও অগ্রসব হইতে পাবি না, জীবনে ধবি ধবি কবি ধবা হয় না—স্বাভিকাব মত উপহাস কবিতা চলিয়া যায়, কত গভীর আশা দীর্ঘনিশ্বাসে পবিত হইল, আপনাব হইয়া আপনাব হইল না, নবনীত পাৰাণ হইল, কুসুম শুখাইল, হিমাচল টলিল, বজ্র ছাবথাব হইল। স্বপ্ন বা জীবন, অধিক অসঙ্গত, অধিক অযুক্ত কে ? পব আপন হয় আপনাব পব হয়, স্বপ্নেও যেমন জীবনেও তেমনি। আলো আঁধাব, অসম সমবাস—স্বপ্নেও যেমন জীবনেও তেমনি। পণ্ডিতের মুগ্ধতা, মুগ্ধেব পাণ্ডিত্য, দবিদ্রেব ধন, ধনবানেব ছুগ্ধ, অভাগাব ভাগ্য, ভাগ্যবানেব সন্দনাশ, দুবেব নৈকট্য, নিবটেব দূবত্ব—স্বপ্নেও যেমন জীবনেও তেমনি। দেবতাব গলাব হাতিব মুণ্ড, হবিচব, কুম্ভকালী, বামনেব চক্ৰ লাভ, চক্ৰেব কলঙ্ক—স্বপ্নেও যেমন জীবনে ও তেমনি। মাহুষ দেবতা হয়, দেবতা পশু হয়, বাহিবেব যাহা ভিতবে আসে, ভিতবেব যাহা উডিয়া যায়—স্বপ্নেও যেমন জীবনে তেমনি। জীবন দীর্ঘ স্বপ্নমাত্র, স্বপ্ন ক্ষুদ্র জীবন মাত্র।

স্বপ্ন নিদ্রাবস্থায় ঘটে। কিন্তু জীবনে জাগিয়া কয় জন ? আলনা-স্কাবের মত সকলেই জাগিয়া জাগিয়া ঘুমাইতেছে, কাচের ঝড়ি পায়ের কাছে বাধিয়া লক্ষ টাকার স্বপ্ন দেখিতেছে, তেলেব কলসী মাথায় কবিতা রাজকুমারীকে বিবাহ করিতেছে, জামাজোড়া পরিয়া যে নিদ্রিত তাহাব সঙ্গে যে জাগ্রত তাহাব কোন প্রভেদ নাই। স্রষ্টুকালে স্বপ্ন ঘটে না, না ঘুম না জাগরণ। এমনি গোধূলি ক্ষণে—এমনি তন্দ্রাবস্থায় লোকে স্বপ্ন

দেখে, সকলেবই জীবন এমনি তন্দ্রাগত । এক একবার ধাক্কা থাইলে জাগিয়া উঠে, আবার চোখ চাহিয়া ঘুমাইয়া পড়ে । সকল অঙ্গ কাহাবই খেলে না, সকল বৃত্তিব সম্যক অন্তর্শালন কাহাবই ঘটে না । একটা জাগিয়া আছে ত, আবার একটা ঘুমাইয়া পড়িয়াছে । জলে ইট পড়িলে যেমন চেউ উঠে, এক একবার বাহিবেব কোন আকর্ষণ বাটলে, আঘাত মিলিলে জীবন জীবন্ত হয়, নতুবা যে নিদ্রা সেই নিদ্রা । জাগ্রত হইলে স্বপ্ন ঘুচিয়া যায়, জাগ্রত হইলে জীবন আর এমনটা থাকে না । তন্দ্রাবস্তায় যখন একটা ইন্দ্রিয় সূদিত আর একটা জাগিয়া থাকে, তখন লোকে স্বপ্ন দেখে, বাহিবেব শব্দে বাহিবেব আঘাতে স্বপ্নেব উদয় হয় । নতুবা জীবনে বৃদ্ধি যেমন খেলে, স্বপ্নেও তেমনি খেলে । জীবনে ভাবের প্রাবল্য যেমন, স্বপ্নেও তেমনি । বৎ স্বপ্নে যেমন প্রাণ ভবিয়া কাদা যায়, দিনেব বেলায় লোকেব চোখেব সামনে তেমন মন খুশিয়া কাদিতে পাবা যায় না, যেন লজ্জা কবে । কাহাকেও দুঃখলতা দেখাইতে কেহ ইচ্ছা কবে না, এইটী মানুষের দুঃখলতা । স্বপ্নে মানুষেব এই মনুষ্যত্বটুকু ঘুচিয়া যায় । স্বপ্নে কত যন্ত্রণা পাই, কাদিতে কাদিতে বুক ফাটিয়া যায়, বিপদ এড়াইয়া পলাইতে পারি না । তবু ঘুম ভাঙ্গে না, আবার এক জন আসিয়া ধাক্কা মারিয়া না চিয়াইয়া দিলে জাগি না । এ জীবনেব অনন্ত তুবানলে সকলে দগ্ধ হইতেছি, তবু জীবন ছাড়িতে পারি না, আর এক জন আসিয়া না ভাঙ্গাইয়া দিলে এ মোহ ভাঙ্গে না । স্বপ্নেব ত্রায় জীবনে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে পট পরিবর্তন হইতেছে, বালু-ঘড়ির বালুব মত সব সব কবিয়া সব সবিয়া যাইতেছে, মোহনভোগ অন্তহিত হইল, যাহা কিছু অখাদ্য তাহাই মাত্র পড়িয়া বহিল; তবু মোহ ভাঙ্গিতেছে না, কবে সে আসিবে যে এ মোহ ভাঙ্গিয়া দিতে পারিবে ?

যে জ্ঞানী সেই একমাত্র জাগ্রত । সে স্বপ্ন ও জীবনের অতীত । উভয়কেই মায়াব লীলা বলিয়া সে বুঝিয়াছে, উভয়কেই সে পবিত্র কল্পিয়াছে । সে স্বর্গবাদী ।

শ্রীকীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী ।

## আমিষ ভক্ষণ ।

( প্রথম প্রস্তাব )

মানব শরীরের পূরণ ও বর্দ্ধন নিমিত্ত খাদ্যের প্রয়োজন । শারীরিক বিবিধ প্রকার ক্রিয়া দ্বারা আমাদের শরীর নিযত ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে । এই ক্ষয়ংশ পূরণের জন্য শোণিতের আবশ্যক, এই শোণিত আবার আহা-  
রীয় বস্তু হইতে উৎপন্ন হয় । সুতরাং শরীরের ক্ষতিপূরণের জন্য মূলে খাদ্যেরই প্রয়োজন । আহাৰ্য্য বস্তু একদিকে যেমন দেহের ক্ষয়ংশ পূরণ কবে, অপনদিকে সেইরূপ ইহার পৰিবৰ্দ্ধনের পক্ষে সহায়তা করিয়া থাকে । প্রকৃত খাদ্যের দ্বারা আর একটা কাৰ্য্য সম্পাদিত হয় । ইহা দ্বারা মনুষ্য দীর্ঘজীবন লাভ কবে । কিন্তু ইহাতেও মানবীয় খাদ্যের প্রকৃত লক্ষণ নির্দেশ করা হইল না, কেননা জড়পৰমাণুপুঞ্জ গঠিত ক্ষণবিনাশশীল শরীরেতেই মনুষ্যের পৰিসমাপ্তি নহে, শরীর ভিন্নও এমন কতকগুলি উচ্চতর মহত্ব পদার্থ মনুষ্যের আছে, যে সকলের উপরে মনুষ্যের মানসিকতা সম্পর্কপে নির্ভর কবিতোছে । তাহা হইলে কেবল শরীরের উন্নতি এবং শ্রীকৃষ্ণ সাধনই যথেষ্ট নহে । শরীরের বলাধান ও বর্দ্ধন সাধন যেকোন আবশ্যক, মনের নিশ্চলতা ও উৎকর্ষ বিধানও সেইরূপ আবশ্যক । এবং শরীর ও মন উভয়ে পরস্পর একটা সূক্ষ্ম অচ্ছেদ্য সম্বন্ধস্থত্রে নিবদ্ধ, তাহাও বোধ হয়, সকলেই জানেন । তবে এখন পরিস্কারকণে প্রতীতি হইতেছে যে, সেই সকল পদার্থ মনুষ্যের যথার্থ ভক্ষ্য পদার্থ মদ্যে পরিগণিত হইবার যোগ্য, যদ্বারা দেহ মন এ উভয়েরই উন্নতি এবং কল্যাণ বিধান হইতে পারে । মানবীয় খাদ্যের লক্ষণ কি কি তাহা জানা গেল । আমরা এই সকল লক্ষণের ভিতর দিয়া আমিষ ভক্ষণের বৈধতা ও অবৈধতা বিচারে প্রবৃত্ত হইব । আমিষ ভক্ষণের বৈধতাপক্ষে যে সকল যুক্তি আছে, অগ্রে তাহার আলো-  
চনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাক্ ।

১ম—মৎস্ত এবং মাংসকে অনেকে বলকব বস্তু বলিয়া উল্লেখ করেন । মৎস্তমাংসে শরীরে বল হয়, অতএব বলসঞ্চারের জন্য ঐ সকল খাওয়া উচিত । মৎস্তমাংসে যে বলকারিতা শক্তি একেবারেই নাই, এ কথা কখন

বলি না। কিন্তু দল শস্য প্রভৃতি নিবামিষ পদার্থের মধ্যে ঐ শক্তি অধিকতর কাপে বিদ্যমান আছে, তাহাব প্রমাণ নিবামিষভোজীদিগের শরীর। মাংস-  
 হারী সিংহ শার্দূল অপেক্ষা তৃণশস্যভোজী হস্তী এবং গণ্ডাবেব দৈহিক  
 শক্তি অনেক পরিমাণে অধিক, এ কথা বোধহয় সকলেই স্বীকার কবি-  
 বেন। তৃণশস্যহারী অশ্ব গবাদিব শারীরিক শক্তিও সামান্য নহে, অনেক  
 মাসাদি পশু অপেক্ষা অনেকাংশে অধিক। তাবপব মানুষজাতিব মধ্যে  
 যদ্যপি অন্বেষণ কবিয়া দেখা যায়, তাহা হইলেও দেখিতে পাওয়া যায়,  
 নিবামিষাশী জাতিবাই শক্তি সামর্থ্যে আমিষভোজীদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ-  
 তব। কে না জানেন যে, মৎস্যপ্রাণবান্ধালীদিগের অপেক্ষা নিবামিষ-  
 ভোজী উত্তর পশ্চিম প্রদেশীয় লোকেবা সামর্থ্যে অগ্রগণ্য। কেবল  
 সামর্থ্য নহে, সাহসিকতা ও দৃঢ়তা পক্ষেও তাহারা শ্রেষ্ঠ। অনেক  
 আমিষভোজীবা দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলেন, ইংবাজজাতি যে এত বলশালী তাহাব  
 কারণ কেবল তাহাবা মাংস ভক্ষণ কবে, অতএব ভীক্সভাব ছলল বাঙ্গালী-  
 দিগের মধ্যে বহুশ পরিমাণে মৎস্যমাংসেব প্রচলন না হইলে, এই তত-  
 ভাগিনী জন্মভূমিব উদ্ধাবের আব আশা নাই। এ কথা নিতান্ত অসাব,  
 কারণ তাহাদিগের দেখা উচিত যে ইংবাজজাতিব পার্শ্বস্থিত প্রতিবেশী  
 স্বরূপ আইবিসদিগের অবস্থা কিরূপ। গোলআলু ইহাদিগের প্রধান ভক্ষ্য  
 বস্তু, কিন্তু দৈহিক বলাংশে ইহাবা ইংবাজ অপেক্ষা কোন অংশেই হীন নহে,  
 প্রতৃত্যে শ্রেষ্ঠতব। সামরিক জাতিদিগের মধ্যে যদ্যপি অন্বেষণ কবিয়া দেখা  
 যায়, তাহা হইলেও এইরূপ দেখা যাউবে। পান্থপলিব প্রসিদ্ধ সংগ্রামে  
 যে সকল স্পার্টানেবা লোকাতেীত অদ্বত বীরত্ব ও সাহসিকতা প্রদর্শন দ্বাবা  
 জয়লাভ কবিয়া ইতিহাসপৃষ্ঠে যশেব স্মরণমব বেখা সকল অঙ্কিত কবিয়া  
 ছেন, ইহা স্থিৰ হইবাছে যে, সেই সকল বীরাগ্রগণ্য স্পার্টানেবা নিবামিষ-  
 ভোজী ছিলেন। এইরূপ আবও শত শত মিদর্শন প্রদর্শিত হইতে পাবে,  
 যদ্বাবা প্রতিপন্ন হইবে যে, আমিষ ভক্ষণ অপেক্ষা নিবামিষ ভোজনে বীৰ্য্য  
 ও সামর্থ্য বিধান করে। যদ্যপি পবীক্ষা কবিয়া জানিতে চাও, তবে দুই  
 জন ব্যক্তিব মধ্যে এক জনকে মৎস্যমাংস এবং অপর জনকে ফলশস্য  
 প্রভৃতি নিবামিষ দ্রব্য আহাব কবিত্তে দাও এবং উভয়কে নিয়মিত অব-  
 স্থায় রাখিয়া দাও, দেখিবে শক্তি সম্বন্ধে কে অগ্রসব হয়। ইহাত অনে-  
 কেই প্রত্যক্ষ কবিয়াছেন যে, তৃণশস্যাহারী সামান্য বানর এবং বনমাছ-

যেবা অনেক মাংসাদ প্রকাণ্ড পশু অপেক্ষা অধিকতর শক্তিসম্পন্ন । তবে কিক্রমে বলিতে পাবেন যে নিবাসিষ ভোজনে শক্তি সঞ্চাব হয় না ?

২য়—কেহ কেহ বলেন আমিষ ভোজন যদ্যপি স্বাভাবিক হইবে, তবে মংস্ত্রমাংস আহার কবিলে, তাহা পবিপাক হয় কেন ? যখন ইহা পবিপাক হইতেছে, তখন ইহা স্বাভাবিক খাদ্য বলিয়া স্বীকার কবিতে হইবে । স্বাস্থ্য-ভাবে চিন্তা কবিয়া দেখিলে, ইহা অভ্যাসগত বলিয়া শ্রিত হয় । যে পশু তৃণলতাতোজী বলিয়া প্রসিদ্ধ, বিচ্ছ দিন তাহাকে মাংস খাটতে দিয়া দেখা গিয়াছে, মাংসই তাহার স্বাভাবিক খাদ্য মধ্যে পবিগণিত হইয়াছে । একজন সাহেব একবার একটা বনমানুষ পূবিয়াছিলেন, বনমানুষেবা ফল শস্ত্রাহারী প্রাণী , কিন্তু তাহার প্রভু তাহাকে ফলশস্য খাটাত না দিয়া আপনাব খাদ্য মাংস, কটি ও চা প্রদান কবিতেন । সে প্রতিদিন প্রভুৰ সঙ্গে বলিয়া ঐক্য আহার কবিত, শেষে তাহার স্বভাব একপ হইয়া গেল, সে, কটি এবং মাংস না হইলে কোন রূপেই চলিত না । পৃথিবীতে এমন অনেক জাতি আছে, যাহাবা মনুষ্যেব সম্পূর্ণ অভোজ্যস্বরূপ মৃত্তিকা, কীট প্রভৃতি পদার্থ খাইয়া জীবনধারণ কবে । তবে কি বলিতে পাবেন, যে, মৃত্তিকা এবং কীটই মনুষ্যেব প্রকৃত খাদ্য ? স্তবং মাংস পাকস্থলীতে জীর্ণ হয় বলিয়া তাহা কখন স্বাভাবিক খাদ্য মধ্যে গৃহীত হইতে পাবে না ।

৩য়—অনেকেব একপ ধারণা আছে যে, বাস্তাবীবা সে বুদ্ধিমান জাতি, তাহার কাবণ তাহাবা মংস্ত্র ভক্ষণ কবিয়া থাকে । মংস্ত্রে ফস্ফরস্ আছে এবং ফস্ফরসেব দ্বাবা মস্তিষ্কেব উৎকর্ষসাধন হইয়া থাকে । স্তবং মংস্ত্রাহাব দ্বাবা বুদ্ধিশক্তিৰ উন্নতি হওয়া সম্ভব । মংস্ত্রেব মধ্যে যে ফস্ফরস্ নাই একথা আমবা বলি না । সদ্যপি কেবল ফস্ফরসেব অনুবোধেই মংস্ত্রাহাব কবা বিধেয় হয়, তবে মংস্ত্রাহাব না কবিলেও তাহা হইতে পাবে । অনেক শস্ত্রেব ভিতবে মস্তিষ্কেব এই পুষ্টিসাধক অংশ প্রচুর পবিমাণে বিদ্যমান আছে । এবং তাহা ভক্ষণ কবিলে মস্তিষ্কেব এই কার্য অনায়াসে সম্পাদিত হইতে পাবে । মস্তিষ্কেব পবিপুষ্টি সাধনেব জন্য যখন অপবাগব পদার্থ সঞ্চিত বহিয়াছে, তখন সেই সকল পদার্থ দ্বাবা বুদ্ধিকে উজ্জ্বল এবং বিকসিত কবা উচিত, না একটা হিতৈব অব্বেষণ কবিতে গিয়া, আর পাঁচটা অহিতকে ডাকিয়া আনা উচিত ? মংস্ত্র

ভোজনে মস্তিষ্কেব কার্য! সুন্দররূপে নির্বাহ হয় বটে, কিন্তু তাহাতে আবও অনেক অনিষ্ট উপস্থিত হয়, স্নাত্বাং তাহাব ব্যবহাব অযুক্তিযুক্ত। এখন দেখিতে হইবে আমিষ ভক্ষণে কি কি অপকাব উপস্থিত হয়। প্রথম—আমিষ ভক্ষণ দ্বাবা মনুষ্যেব কাম প্রবৃতি উত্তেজিত হয়। মংস্ত মাংস কানোদ্যোপক পদার্থ সেই জন্ত বিধবাগণেব খাদ্য নিবেশ স্থলে ইহা সম্পূর্ণ রূপে নিষিদ্ধ হইয়াছে। কেননা, পাছে কামেন্দ্রিয়েব উত্তেজনায তাহা-দিগকে ধম্মপথ হইতে পবিত্রষ্ট কবিয়া দেয়। কেবল কাম বিপ্লু কেন, ইহা দ্বাবা মনুষ্যেব ক্রোধ, হিংসা, জিঘাংসা প্রভৃতি অপবাপব নিকৃষ্ট প্রবৃতি সকল বশবর্তী হইয়া উঠে। মাংসাশী জাতিব প্রকৃতিব সহিত নিবামিষাশী-দিগেব প্রকৃতিব তুলনা কবিয়া দেখিলেই জানিতে পাৰা যায়। অসভ্য বক্স জাতি যে নিবস্তব বিবাদ, বিসম্মাদ ও কলহে প্রবৃত্ত তাহাব প্রধান কাবণ মাংস ভক্ষণ। শ্মশানবিদ্যাবী শৃগাল কুক্কবেব প্রকৃতি পথ্যালোচনা কবিয়া দেখিলেই এ বিষয় পবিষ্কাবকপে বুঝিতে পাৰা যাইবে। শ্মশানভূমিতে যে সকল শব নিষ্কিপ্ত হয়, এহ শৃগাল কুক্কবেবা তাহা ভক্ষণ কবিয়া থাকে। স্নাত্বাং ইহাদিগেব প্রকৃতি, গ্রাম্য কুক্কবেব শৃগালেব প্রকৃতি হইতে অধিকতব উগ্র, হিংস্র এবং কোপন। এই হিংস্রতা ও কোপনস্বভাবেব মূল মাংসা-হাব বই আব কিছুই নহে। ব্যাঘ্র জাতিব যে ভয়াবহ হিংস্রতা এবং জিঘাংস্রতা তাহাবও কাবণ কেবল মাংসভোজন। বিলাতে একজন সাহেব একটা ব্যাঘ্রশাবক পুৰিয়াছিলেন, তিনি সেই ব্যাঘ্র শিশুটিকে প্রথম হইতে মাংসাহাব কবিতেন না দিয়া কেবল ফলশস্ত খাইতে দিতেন। এই-রূপে ব্যাঘ্রশাবকটা যখন পূর্ণবয়স্ক হইয়া উঠিল, তখন তাহাব প্রভু তাহাকে ছাড়িয়া দিতেন, সে নিবীহ ও শাস্তভাবে ইতস্ততঃ ভ্রমণ কাৰিয়া বেড়াইত, অথচ কাহাব প্রতি কোনরূপ হিংসাভাব দেখাইত না। তাহাব প্রকৃতিয় এই যে সম্পূর্ণ বিপর্যয়েব পবিবর্তনেব ভাব কোথা হইতে আসিল? ইহা যখন প্রত্যক্ষ ব্যাপাব, তখন মংস্ত মাংসাহাব দ্বারা সকল অনর্থ এবং অধোগতিব কারণ স্বরূপ কাম, ক্রোধ, হিংসা জিঘাংসা প্রভৃতি নিকৃষ্ট প্রবৃতি পুঞ্জকে বদ্ধিত ও উত্তেজিত হইতে দেওয়া কি যুক্তিযুক্ত এবং ন্যায়া-মুমোদিত কার্য হইতে পাৰে?

দ্বিতীয়তঃ—ইহা দ্বারা চিত্তেব চঞ্চলতা এবং অশান্তিভাব উপস্থিত হয়। একপ হওয়াইত সম্ভব, কেননা মনেয় কুপ্রবৃতি সকল উত্তেজিত এবং বল-

যতী হইলে কি চিত্ত কখন স্ফুৰ্ত্তিৰ এবং শান্ত থাকিতে পাবে? নিরুপ-  
 প্রবৃত্তি সকল তেজস্বিনী হইলে মনকে নানাদিকে বিক্ষিপ্ত ও অস্থিৰ  
 কৰিবা তোলে, স্তব্ধতা একপ অবস্থায় মনেৰ সংযম এবং বুদ্ধিৰ স্ফুৰ্ত্তি সম্পা-  
 দন দ্বাৰা কোন স্বল্প গভীৰ তত্ত্বৰ আলোচনা কৰিতে পাবা যায় না ।  
 আমিষ ভক্ষণ কামাদি নিরুপ্ত প্রবৃত্তিৰ উদ্দীপক, সেই জন্তই চিত্তেৰ একা-  
 গ্ৰতা এবং স্তব্ধতা বক্ষা কৰিতে হইলে, সম্পূৰ্ণৰূপে ইহা বৰ্জন কৰা বিধেয় ।  
 সেই কাৰণ পিণাগোবসু, সফ্রেটিস্, প্লোটা প্রভৃতি সুপ্ৰসিদ্ধ চিন্তাশীল  
 দাৰ্শনিকেবা আমিষ ভোজনে বিবত ছিহেন । মহাত্মা সাব আইজক  
 নিউটন বলিয়াছিলে যে, আমি কোন গুৰুতৰ তত্ত্বৰ আলোচনাৰ কিছু-  
 দিন পূৰ্ব হঠাত চিত্তেৰ স্থিৰতাৰ জন্ত আমিষাহাৰ পৰিত্যাগ কৰিতাম ।  
 বিলাত প্রত্যাগত কোন বিশ্বস্ত ব্যক্তিৰ নিকট হঠাতে আমবা শুনিবাছি  
 যে, আধুনিক দৰ্শনবেদা স্পেনসাৰ সাহেবও কোন গভীৰ বিষয়ে মনো-  
 নিবেশেৰ পূৰ্বে এইরূপ কৰিবা থাকেন । আমাদিগেৰ দেশ মধ্যে যদ্যপি  
 অন্বেষণ কৰি, তাহা হইলেও ইহাই দেখিতে পাই । ব্ৰাহ্মণ জাতিৰ মস্তিষ্ক  
 ভাবতেৰ কি সনাতন ব্ৰহ্মবিদ্যা, কি জ্যোতিৰ্বিদ্যা, কি গণিত, কি দৰ্শন,  
 কি মনোবিজ্ঞান সকল প্রকাৰ জ্ঞানেবই উদ্ভাবক স্বৰূপ । মস্তিষ্কেৰ  
 এইরূপ তীক্ষ্ণতা এবং সাববত্তাব প্রধান কাৰণ নিবামিষ ভক্ষণ । ভাবতেৰ  
 প্ৰাচীন জ্ঞান ও ধৰ্ম্মপৰামৰ্শ ঋষিগণ ফল, মূল প্রভৃতি সামান্য আহাৰ  
 দ্বাৰা কালাতিপাত কৰিতেন । এইরূপে সকল স্থলেই দেখিতে পাওয়া  
 যায়, নিবামিষ ভোজনেৰ দ্বাৰা ফল, শস্ত্ৰ, আহাৰেৰ দ্বাৰা মানসিক বৃত্তি  
 সকল শান্ত ও মাধুৰ্য্যসম্পন্ন হয়, এবং মনেৰ এইরূপ অবস্থাই জ্ঞান ও  
 ধৰ্ম্ম পৰ্যালোচনাৰ অনুকূল । অতএব আমিষ ভক্ষণেৰ দ্বাৰা যদ্যপি অন্তবেৰ  
 দুৰ্দান্ত বিপুল সকলেৰ প্রভাব থক নাই ইয়া উচ্ছৃঙ্খল ও উত্তেজিত হইয়া  
 উঠে, এবং তন্নিবন্ধন জ্ঞান ও ধৰ্ম্মালোচনাৰ দ্বাৰা অন্তবায় স্বৰূপ মানসিক  
 অশান্তি এবং অস্থিৰতা উপস্থিত হইবা চিত্তকে অধোগতিৰ দিকে লইয়া  
 যায়, তাহা হইলে তাহা বৰ্জন কৰা কি নিতান্ত কৰ্ত্তব্য নয়? মংস্ত  
 মাংসাহাৰে—বিশেষতঃ বাঙ্গালী আমবা যে প্রকাৰ মংস্ত এবং মাংস  
 আহাৰ কৰিয়া থাকি তাহাতে স্বাস্থ্যেৰ উন্নতি নাই ইয়া বৰ অসংশয় হইবাৰ  
 বিশেষ সম্ভবনা । মংস্ত এবং যে সকল পশুৰ মাংস আমবা ভক্ষণ কৰি,  
 তাহাৰ যদি কোন প্রকাৰ পীড়া থাকে, তবে নিশ্চয়ই সেই পীড়া অসংখ্যক

পরিমাণে আগাদের শবীৰে অণুপ্রবিষ্ট হইবে। আমিষ ভক্ষণের পূর্বে কেহই কি তাহা উপযুক্তরূপ পরীক্ষা করিয়া থাকেন? মংস্ত্র অত্যন্ত পচা এবং খাদ্য জন্ত বাহ্যিক বোণা না হইলেই যথেষ্ট। প্রকৃত খাদ্যের যে লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছি, আমিষ পদার্থে তাহা নাই, স্মৃতবাং মংস্ত্র মাংস মানবীয় খাদ্য মধ্যে পরিগণিত হইতে পাবে না।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ।

### প্রকৃতি ।

তু প্রকৃতি। সাক্ষ্যপরি সিংহাসন তব  
অতাদৃত। বিচ্ছিন্নতা বন্ধাও ব্যাপিয়া  
নীলীম নভের গায় নক্ষত্র নিকার,  
গতি অতি পসিপাটি করি মানাহর।  
বসিয়াছ তাত তবে পথিয়া বিনিধ  
বরণ বতন ভূমি কৌমুদী আতপ  
বিদ্রাভ অকরা আদি অতি সমুচ্ছল,  
গাথি চিত্র মেঘবস্ত্র ধাবে থাবে থাবে  
আঁচলে কোণায় নাথৈ নানাবর্ণ শোভা  
সুমন সমীপ ভবে উডাই চৌদিক।  
দ্রুতিতেছে পদতলে তায় বহুকরা  
রোমাইয়া পাতালতা কৃষ্ণমেঘ দামে  
হরিত মণ্ডল যেন খচিত কাণ্ডে।  
অহ। কি মোহিনী তব অনন্ত সুবতি।  
অসীম বসন ভূষা সম্পদ আসন।  
বহিরাছ ছড়াইয়া অগাধ শবীরে

ব্যাগী অনবধি কোথা ওজস্বী গভীর,  
কোথা বা তবল কান্ত, কোথা অতি ভীম  
ভয়ানক কোথা শান্ত, শ্রিত বা কোথায়,  
কোথা বা বলের ভবে একটাই হইয়া  
দেগাউচ অশ্রাব্য বীরা, কোন থানে  
বিযোজন কাজে হই চরিত শাটত  
প্রকাশিছ বাঁভংসের ভাব, কোথা উগ্র  
ময়ূখ-মালায় বরি পবতাপ ধাব  
প্রচাবিছ বৌদ্ধমুর্তি তাপাইয়া মক।  
হেবি তোমা যবে অই হিমাত্রি মুবটে  
অশ্বচ চূষিত তব ভূষা টোপরে  
থিব অতুলিত, কিম্বা অতি স্তব্ধত  
অধুনিধি বুক এই লহরী লীলায়  
দেখি আঘাতিতে কড় দিখলয় তরু,  
হয় এ চকল মন অমনি নিশ্চল  
ওজস্বী প্রভাব তব, স্পর্শি বিশালতা।

\* বিবরণী শব্দতব। অনেক ধার্মিক মহাজ্ঞা। আমিষাদি ভক্ষণ করিয়াও ধর্মজগতের উচ্চতম সোপানে অধিবোহণ করিয়া গিয়াছেন। ভারতের মহর্ষিরা আমীষভোজী ছিলেন, তাহার প্রমাণ আছে। আমিষ ভক্ষণাদি সহিত যে ধর্মের তত্ত্ব গূঢ় সম্বন্ধ আছে, ধর্মজগতের ইতিহাসে আজও তাহা নিঃসংশয়িত রূপে প্রমাণিত হয় নাই। এতদ্বাতীত আমিষ ভক্ষণে বৈজ্ঞানিক উপকার্যপকারিতা ও প্রয়োজনাপ্রয়োজনতা কতদূর আছে না আছে, তৎসম্বন্ধে আমাদের বিশেষ জ্ঞান নাই। বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের সহিত ধর্মতত্ত্বের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া কেহ-এ সম্বন্ধে কোন প্রবন্ধ লিখিলে, আমরা তাহা সাদরে প্রকাশ করিব।—আং সং।

আবাব যে কালে তোমা নিবধি নিকৃষ্ট  
শিরি-কোলে প্রস্রবণ ধারে স্থনিভূতে  
গলিতে আনন শোভা উজ্জল ঝামল  
আডালে লোকের, কিম্বা দেখি বসিবারে  
নোয়াই' সে মুগপট প্রতিবিম্বাইয়া  
দর্পণ সদৃশ স্বচ্ছ প্রবাহ স্বটিক,  
অথবা স্তনি এ কাণে স্রাব তবতলে  
স্বন্দ সমাবে স্নিগ্ধ শীতল ছায়ায়  
তব কণ্ঠ পাক্সগলে নির্ঝর ঝঙ্কারে  
স্বককণ স্বমধুর, যাই তবে গলি  
পবশি সে মধুমাগা লাবণ্যেব প্রোত ।  
যাই তবে ভুলি ছুপ ভাবনা যন্ত্রণা,  
ছায় আসি প্রাণেব মাত্র বজ্রনাথ  
চারি দিক্ হতে, যেন দেখায সে মায়া  
প্রেমই কেবল সাব সব প্রেমময় ।  
কিহ যবে দেখি পুন তোমাতে ওনতে  
অসংখ্য গ্রহ ও কেতু তারার মালায়  
ববি শর্গি মাঝে, কছু উচ্চা বৃষ্টিকপ  
মহান্ অজুত কাণ্ড ঘণিতে চৌদিক  
তাড়াইয়া বিখপুঞ্জ বিখপুঞ্জ পিছে,  
বোমু রেণু উড়াইয়া বলের আঘাতে  
চল্ল হৃদ্য গ্রহগণ স্কুলিঙ্গ সমান  
সংখ্যাতাত দশদিশি অগাধ অসীমে,  
কবলিয়া বিশালতা বৈপুল্য দূবসে,  
দূরসে দূবস পুন, আকাশে আকাশ  
অবধিরে অনবধিগ্রাসে, সংখ্যা অসংখ্যায়,  
ডুবি যাই তবে আমি হেরি এ সকল  
সে অনন্তে অবিশ্রমে স্তম্বিত হইয়া  
লই মম যতঃপ স্তব্ধস্থ কথা,  
অস্তিত্ব, আলয় এই অবনী কর্ণিকা ।  
যায় মিশাইয়া সব এ সূর্য্য এ গ্রহ  
বুধ চল্ল ভুগু জুগু কুজ শনিমন্ডর  
এ সৌরজগৎ লই তার যত কিছু  
সে অসীমে তার সেই অনন্ত বিশালে

অগাধে অপরিমেয়ে অসংখ্য সংখ্যায় ।  
নাহি পাড়ে অজ্ঞ দৃষ্টি এ চক্ষে তখন ।  
উড়ি আমি, উড়ে মম এই ধরাতল  
লই এব যত কিছু গৌরব সম্ভাব  
লব লেশ হই সেই অনন্ত নিস্তারে,  
যাতি হাবাইয়া শেষ কোথা যে না জানি ।  
নিবধি যে দিকে তোমা হেরি সেই দিকে  
সেই অংশে সেই অঙ্গে পয়াপ্ত প্রচুব ।  
যে যবে তব সৌন্দর্য অংশকণা  
শ্রবিতাজা এই মম স্তব্ধকল কবে  
কিম্বা মম অপূর্ণ এ শস্ত্র যন্ত্রাঘাতে,  
দগদগ তোমা তগনো এ অনুবান মম,  
বিস্ত পল অবয়ব । পাব না করিতে  
কবি ছোট এ কলেব বল তার আব ।  
যায় এড়াইয়া মম বল কল যত  
সে বেগক, ধরে তাবে সংদংশে শিরার  
অতি সূক্ষ্ম বিদ্রুতস্ত আমাব তখন,  
লইয়া কল্পনা বাজো ভাবনা-মুগলে  
ভাঙ্গে তাবে পুন আরো কবি থও থও,  
লাগায় তাহারে শেষ দ্বাপতি বিস্তৃতি  
স্তিতি স্থাপকতা আদি যত জড়ত্ব,  
ভাঙ্গে তার আবকার স্তম্ভভাবনায,  
ভাঙ্গে পুন, তনু দেবে তলা ও উপর  
সে পবমাগুতে, তবে চিড়ে মধ্য দিয়া,  
চিড়ে তারে আরবাব ধসাই পড়ল  
পাত পাত কবি, শেষে যায় সে মিশাই'  
সূক্ষ্ম নিবাকার লোকে, এড়াই আমায়  
এই ভাবনার কল, আর নাহি পারি  
ধরিতে তাহারে সেই অম্পৃক্ত জগতে ।  
কিন্তু যদি কোনবার মিশিতে তাহায়  
না দেয় সূক্ষ্মতত্ত্ব কল্পনার মম  
'বাণে তারে তথাপিও ধরিয়া আয়্যাসে  
ধসাইতে আরো যত পড়ল তাহার,  
ধরে সে অনন্ত মুক্তি ধসনে তখন,

খসে সে অনধুৰাল কল্পনা কবে  
 স্তবে স্তবে বাহু কবি সবু না ফুৰায় ।  
 এবাৰে সে পরমাণু অনন্তেতে শেষ  
 ধৰিয়া অসীমাকৃতি হ'ব উপনীত  
 আসি তবে অন্তবহু চক্ৰব সম্মুখে ।  
 আহা! যেই দিকে আঁসি বাই ধৰিবাবে  
 কি বৃহতে কিবা স্তবে তোমাব শৰীৰ  
 আঁসি আসি সেই দিকে অনন্ত সাগৰ  
 নেয় ভাসাইয়া মোবে তাহাব ত্বঞ্জে ।  
 স্থূল ভাবি দৌড়ি পিছু হও স্পন্দে লয়,  
 স্পন্দে তন্মাসে তোমা দেখি স্তম্ভময় ।  
 স্থূল স্পন্দ নাম এ যে প্রদত্ত আঁমাবি  
 উৎপত্তি হটল মনে নাহি জানিবান  
 আসল তোমাব কণ অবস্থা তোমাব ।  
 এই যে চেতনকণী স্পন্দ বঙ্গবাণি  
 বিভাতিছে জঙ্গমের শৰীৰ আঁশিয়া  
 বিভাতয়ে উত্তেজিত অঘের শৰীৰে  
 যম্বে মধনে যথা তাপ, তাপে তেজ,  
 জানি না সে কি পদাৰ্থ । সে কি ভিন্ন কিছ ?  
 অথবা পদাৰ্থগত অবস্থার ভেদ ?  
 অহ । এ চেতনে পুঁম মনের বিকাশ,  
 আবে যে জটিল স্পন্দ । চিন্তাব অতীত ।  
 এই যে মনের ক্রিয়া এ সকল কথা  
 বাহিৰিছে এই মাঃ মস্তিষ্ক হইতে  
 পাইয়া চিন্তার স্পন্দ তোমার উন্নত  
 তোলিছে সম্বন্ধ যত পদাৰ্থ নিকরে,  
 কি বিশ্বব্যকর এর কাষার কোশল  
 থাকে যদি কাযা কোন পৃথক ইহাৰ ।  
 পাই না যে কোন অংশে তোমায়ে লাগাল  
 কোন দিকে, তুমি মোর নও প্রাপনীয় ।  
 স্তবে বাবে কৃপাবলে মস্তিষ্ক দ্বিয়ার  
 প্রের বুদ্ধিবল, দেও দৃষ্টি-ধরশাণ  
 দেখিতে তোমার গায়ে পথছিন্ন যত,  
 আস তার বশে তুমি অতি হুলাকারে ।

ধবে সে তখন তোমা অংশে প্রত্যক্ষেতে,  
 দেও পুলি তাবে তব বস্ত্ৰেব আঁকব,  
 কোমলগুহ, চিত্রশালা, ভাঙাব আগাব,  
 প্রভূত শক্তিবাহি যত সে অংশেব ।  
 শোও তাব কোলে লই সে প্রভূত বল  
 দিত্ত কবে অতি শান্ত মেমদিশিত্ত বধা ।  
 বিতব তাহাবে যত সৌভাগ্য সম্পদ  
 আবাম আনন্দ বাহা বহে উপভোগে  
 সংসাবেব বস্ত্ৰচয় মনুষ্যেব লাগি ।  
 থাক সেই ভক্তাদীনে ভূতাব সমান  
 সেবয়ে সে সতকাল যতন তোমায,  
 সাবধানে সমাদরেব মনোযোগ সচ  
 বিদ্ব কলে ক্রটি কোথা নাহিক মাজ্জন  
 কব তাবে সেই বলে বিচূৰ্ণ অমনি  
 ঘনাবধানতা পাপে । আচ্ছা । দেও মোবে  
 ও প্রদত্তি । সেই দৃষ্টি, মনাই আঁখাব  
 এ চক্ষের মম আঁজি । মাজাও বৃপায  
 এ মনের গৃহ তবে সম্পদ বাশিত,  
 কিম্বা তব যত অই ক্রিয়া কাও জাত  
 দুৰাযাক মহামূল্য জ্ঞানেব আলোকে ।  
 তোল টানি ঐ আকাশে অদভূত দেশে  
 ছাড়াইয়া পশু পক্ষী কুমি কীট তল  
 আহা! যথা যন্ত্রসম তব এ শৰীবে  
 এ জঙ্গম পালসহ সাধিচি কি কায,  
 কি যে তাব অভিপ্রায় কিছুই না জানি ।  
 তোল টানি অই খানে দেও দেখিবাবে  
 কিস্তি ওলোক সব, অঁছে কি তথাও  
 কোনকণ প্রাণ ? সেই প্রাণের যাতনা ?  
 প্রকাশই মোরে কাল গতির নিয়ম  
 দুব্ব, স্বরূপ, যত জ্যোতিষ্ক পিওর  
 দেও শক্তি মাপিবারে ঐ অগাধতম  
 প্রদীপ্ত বিনুতে যাযা বিরল চিহ্নিত ।  
 করি আলো আমায় এ তিমিরাঙ্গ পথ  
 নেও ঐ ধনিজন্তরে বহুধার পায়

দিয়া অধিকার ওতে আন পবিচয়ে  
উহাব বতন-কোষ । কবাও প্রবেশ  
অবাশ্য আমাবে ঐ উদ্ভিদ জগতে  
প্রমত্ত সাম্রাজ্যে তা'ব স্বভাব বৈভবে  
খালি গুণাগুণ যত নিহিত লোকান  
শাখা পত্র মূল পতে বসতদ্ধ বীজে ।  
এত শেষ সন্দোপনি সৃষ্টিব সোপান  
অতীব জটিল অষ্ট জন্তুবাণী তব ।  
উচ্চতম তা হতেও দেশে অবশেষে  
কবাও প্রবেশ সেই মানস জগত  
পুলিষা বিচিত্র তাব চিত্তাবঙ্গভূমি  
চকল ভাবনাভাল, বল্লাব পট,  
বিপ্ল প্রবৃত্তি যত স্ফূর্তিমিশ্র কেলি  
শাব বাবা অবিরাম পবিত্রশলে ।  
দেখাও তাহাতে যদি থাকে কোন জ্ঞান  
শাখিত একপ যাতে জানা যায় তব  
বিধা পড়া যায় এই ব্রহ্মাণ্ড পুথিব  
নিগঢ় সমস্ত ভাঙ্গি প্রহেলিব কুট ।  
বাগ খুলি আমাব এ অতৃপ্ত নয়ন  
স্থল তন্দ্র লগ্ন শুক দীপ্ত ভাস্মময়  
তোমাব অসীম গুঢ় সমৃদ্ধি নিচয়ে  
তরাস যাহাব আঁচ । এ অনন্ত কাল  
কিছু নয় । বেথা তবে মানুষের আনু ?

নয় যদি উপযোগী এ ছন্দল মন  
কোন মতে পৌছিবাবে তথা, কি জড়িতে  
সেই অকাক্ষ্য ফল উপাদেয় অতি,  
দেও খান তবে আই প্রচ্ছন্ন ছায়ায়  
ব নিভৃত মন্দ ভাণা এ মম তত্ত্ববে  
ও তব আধার আঁচ । পৃষ্ঠবাব এব,—  
গয়াশ,—অপরিবৃত্ত নষ্ট বজ্রমুটি ।  
গাও শো সে নিদার স্বপনের কাণ  
সব বুল বুল অষ্ট প্রবাহ গলায়  
অনিবাম স্ফূর্তিমন্ড বাণে স্মরণ  
দাব বাব বহি স্রোতঃ স্রোতঃ চিবন্তম ।  
তোমা হতে অবস্থন তোমাতে স প্রতি  
বদ সা, হোক মোব এ মনের গাথা  
তব অসীমের আজি তোমাতেই শেষ ।  
গেন কোন কালে তব এ বিশাল বোড  
শাওনা কঠিন মুছ পবন ইহাব  
ভুলি কোথা কিম্বা ছাড়ি কোথা নাহি যাই  
অনাত বগনো স্বতঃ তরাস জীবনে,  
গেন নাহি যায় নাহি যায় তাজি তব  
এ পয়না স্ফূর্তিজন অনন্ত বাগান  
“ মন মরুপ মন অন্য উপবনে ॥

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র বাব ।

## বাধিকার প্রেম ।

( প্রথম প্রস্তাব । )

বর্তমান শিক্ষিত সমাজে বাধিকা যেকোন কলঙ্কিনী, বাস্তবিকই কি তিনি তত  
কলঙ্কের অধিকারিণী ? আব কলঙ্কিনীই হউন আব যাহাই হউন, বাধিকা  
বঙ্গের জাতীয় সাহিত্যভাণ্ডারেব উজ্জ্বলতম মণি । বাধিকার প্রেমকাহিনী

বাঙ্গালীর নিজস্ব সম্পত্তি। বাঙ্গালীর দর্শন, ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান কিছুই নাই। তাছাড়া বাচবল, ধনবল, জ্ঞানবল, কিছুই নাই। কিছুই কখনও ছিল বলিয়াও বোধ হয় না। এ ছাড়া বাঙ্গালী জীবনে যদি গৌরব কবিতার কিছু থাকে, পূর্বপুরুষগণের অলৌকিক কীর্তি বলিয়া অঙ্গুলী নির্দেশ কবিতা ভিন্ন দেশীয় নবনাগীকে সাহস্কাবে যদি কিছু দেখাইবার থাকে, তাহা এই কবিত্বপূর্ণ, এই মাধুর্যপূর্ণ, এই তবঙ্গপূর্ণ, উদ্ভাদকাবিনী অপূর্ণ প্রেমকাহিনী। কৃষ্ণপ্রেম ভালই হউক আর মন্দই হউক, তাহা বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের শিবাশ শিবাশ অন্তপ্রবিশ্ত। এই প্রেমকাহিনীতে বাঙ্গালীর জাতীয় চরিত্র বিকসিত হইয়াছে। এই প্রেমে বঙ্গের শিবোত্তর, বাঙ্গালীধর্মের প্রধান সাধক, বাঙ্গালী-মন্তব্যের প্রধান আদর্শ মহাপ্রভু চৈতন্যের জন্ম ও রুদ্ভি। এই প্রেমের ছায়াতেই চৈতন্যধর্মের শোভা ও মাধুর্য।

একদিন এই অপূর্ণ প্রেমকাহিনীতে বাঙ্গালী-ধর্মের ধর্মভাব ও ভক্তি-পিপাসা বৃদ্ধি পাইত, আর আজিও ইংল্যান্ড শিক্ষায় যাহাদের স্বভাব-বিপর্যয় ঘটে নাই, সেই সকল সকল ধর্ম, কোমলমতি, বালস্বভাব কৃষক মণ্ডলী কৃষ্ণ-প্রেমের বর্ণনায় সকল প্রেমাত্মক বর্ণন করিয়া থাকে। কিন্তু এ ভাব আর বেশী দিন থাকিবে না। বঙ্গের ধর্ম বিশ্বাসের ইতিহাসে এক অভিনব পরিবর্তনের স্রোত বহিতে আরম্ভ করিয়াছে, বাঙ্গালীর ধর্মজীবন আজ এক অভিনব বিপ্লবতরঙ্গে আন্দোলিত। বাঙ্গালীর নিকটে কৃষ্ণ-প্রেম আর ভগবদ্-প্রেমের আদর্শ হইতে পারে না। কিন্তু এ কথা মুক্তকণ্ঠে বলিব যে, মানবসমাজের প্রেমের ইতিহাসে বাধিকার প্রেমের মত এত মধুর, এত স্নান প্রেমকাহিনী আর কোথাও আছে কিনা সন্দেহ। বাঙ্গালী বৈষ্ণব-কবিদিগের কবিতায় প্রেমের যে গভীর ভাবোচ্ছাস আছে, কৃষ্ণ-প্রেমে প্রেমতত্ত্বের যে গভীর আলোচনা ও প্রেমের যে দার্শনিক ব্যাখ্যা আছে, এ জগতের অপরাধ কোনও সাহিত্যে তাহা আছে কি না, বিশেষ সন্দেহের বিষয়।

বাধিকার বিরুদ্ধে প্রথম অভিযোগ এই যে তাঁহা প্রেম কেবলই ইন্দ্রিয়-বিকার, কেবলই রূপজমোহ, কেবলই মাটির সাধ। কিন্তু রূপজমোহ কাহাকে বলি? আর তাহা কি এতই দূষণীয়? প্রথম দর্শনেই শ্রামের রূপ রাখার প্রাণে অঙ্কিত হইয়া গেল,—

“কি কহিব বে সখি কান্নুক কপ ।

কো পাতিয়াব স্বপন স্বরূপ ॥”

সে ভুবনমোহন কপ দেখিয়া বাধা বলিলেন,—

“সুধা ছানিয়া কেবা,

ও সুধা ঢেলেছে গো,

তেমতি শ্রামেব চিকণ দেখা ।

অঞ্জন গঞ্জিয়া কেবা,

পঞ্জন আনিল বে,

চাঁদ নিম্ভাডি বৈল গেহা ।

সে গেহা নিম্ভাডি বেবা, মুখ বানাইল বে,—”

একে কি তুমি ইন্দ্রিয়বিকার বলিবে ? দাড়িন্যাণ্ডাক প্রথম দেখিয়া  
মিবাণ্ডাই বা এব কম বলিয়াছিলেন কি ?

“I might call him

A thing divine, for nothing natural

I ever saw so noble ”

মূলে সেই এক কণা,—

“এ সখি কি পেথন্ত এক অপকণ

গুনাইতে মানবি স্বপন স্বরূপ ।”

দুখে ভাষার প্রভেদ আছে, বাহ্যিকের আবরণের প্রভেদ আছে, কিন্তু  
মূল ভাবের প্রভেদ নাই। বাধিকা বাঙ্গালীর মেঘ, হিন্দু বালিকা,  
বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস বাঙ্গালী কবি, তাই মিবাণ্ডাব যে চাঁচা ছোনা ভাষা,  
যে সভ্যতার ও শ্রীলতার আবরণ, বাধাব তাহা নাই। শেফপীরের যে  
বাক্চাতুর্য, বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের তাহা নাই।

আব এ শারীরিক বর্ণনা, শরীরের একপাশি তো বস্তুতঃ শরীরের  
নহে। সৌন্দর্য মাটির পদার্থ নহে, বরু মাংসে তাহাব জন্ম হয় না।  
তাহাব জন্ম প্রাণের ভিত্তবে, প্রেমের সঙ্গে। প্রেম ও সৌন্দর্য যমজ  
ভ্রাতা; আলোক এবং ছায়াব মত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সম্বন্ধ। প্রেম আগে  
আগে চলে, সৌন্দর্য পশ্চাৎ পশ্চাৎ তাহার কোমল পদাঙ্কশরণ করিয়া  
ছুটিতে আরম্ভ কবে। শ্রামের, যে এই সুধাময় কপ, এই যে “ভুবন ভুলনী  
চাহনি”—ইহা তো শ্রামের শরীরের নহে। গঠন পারিপাট্যে কি আব  
গৌকুল নগরে শ্রাম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কেহ ছিল না? বাধিকা তো বহুদিন  
ঘমুনার জলে গিয়াছিলেন; গৌকুলের অনেক গোপালকেই তো দেখিয়া-

ছিনেদন বিশ্ব কখনও তো তাহাদের কপে তাঁহাব প্রাণে এমন দাগ পড়ে নাই । আজ এমন হটল কেন ? আজ যমুনার কূলে যাইতে তবমূলে এই ত্রিভঙ্গ মনসি দেখিয়া তাঁহাব প্রাণ বিশ্বম “বাডব অনল মাঝাবে” আপনাবে ঢালিয়া দিল কেন ? এ গুচ বহুস্ত্র কে প্রকাশ কবিলে ? এ গুচ মর্শ্ব কে জ্ঞান ? তুমি আমি তো এ গুচ বহুস্ত্র কিছই বসি না , কিছই ভেদ কবিত্তে পারি না । “বাণিয়া বরণে” এমন মাধুরী , ত্রিভঙ্গ দাঁড়ানে এমন সৌন্দর্য্য , কোণা হইতে আসিল, তুমি আমি কল্পনা কবিত্তে পারি না । বাধকাব চোপ ছটি যদি পাই তাম, তাহাব প্রাণখানি যদি এ পোড়া প্রাণে এবাব দবিত্তে পারিতাম, তবে এ গুচ বহুস্ত্র কথঞ্চিৎ ভেদ কবিলেও কবিত্তে পারিতাম । তোমাব আমাব চোখে সে প্রেমের কাজল কৈ যে, কৃষ্ণেব সে ভুবনমোহন রূপ দেখিব ? বাধকাব এ রূপজমোহকে ইন্দ্ৰিয়-বিকাব, মাটির সাপ বলিয়া মিন্দা কবিত্ত না । তাহাব প্রেমকে ইন্দ্ৰিয়-বৃত্তি চবিত্তার্থ লাগসা বলিয়া ঘণা কবিত্ত না । তুমি আমি তাহাব মর্শ্ব কি বুঝিব ? দেশ্দিমনা ওপেলোব শবাস কি দেখিয়া ভুলিয়াছিনে বুঝিতে পারি বি ? ওপেলো কান্দি , তাহাব সেই গাচ কৃষ্ণবর্ণ, তাহাব সেই স্থল ওষ্ঠ, তাহাব সেই কৃষ্ণিত কেশ, এ সকলের ভিতবে কি এমন রূপেব চটা ছিল, জান কি ? কিন্তু দেশ্দিমনাকে জিজ্ঞাসা বব, সেই গাচ কৃষ্ণবর্ণে কি মাধুরি ছিল, সেই কৃষ্ণিত কেশে কি সৌন্দর্য্য ছিল, সেই স্থলওষ্ঠে কি অমৃত সর্ষণ কবিত্ত ।

“To fall in love with what she feared to look on ”

এ বহুস্ত্র তুমি আমি কি ভেদ কবিল ?

“My love doth so approve him

That even his stubbornness, his cheeks his frowns—

—have grace and favour in them ”

ইহাব মর্শ্ব তুমি আমি কি বুঝিব ? দেশ্দিমনাব এ কি রূপ-লালসা ?—  
এও কি ইন্দ্ৰিয় বিকাব ? দেশ্দিমনাব প্রেমে যদি ওপোলোর সেই স্থল-ওষ্ঠে, সেই গাচ কৃষ্ণবর্ণে এত রূপ, এত মাধুরী ঢালিতে পারিয়াছিল, তবে বাধাব প্রেমের গুণেই কৃষ্ণেব ভুবনমোহন রূপেব প্রকাশ, ইহা কেন না বলিব ? ইহাবেই বা কেন জঘন্ত ইন্দ্ৰিয়বিকার বলিয়া ঘণা কবিল ? রাধার প্রাণেব মর্শ্বস্থলে বিধাতা আপনাব হাতে যে সৌন্দর্য্যের ছবি আঁকিয়া

দিয়াছিলেন, ক্লেশের দেহে সেই ছবিব ছায়া পড়িয়াছিল, অধাতোই বাবাব চোখে ক্লেশের এ ভূবনমোহন রূপ প্রকাশ পাইল। এ রূপ শবীরেব মহে, গঠনপারিপাট্যের নহে, কিন্তু প্রেমের। প্রাতঃসূর্য্যের পদছায়া অবলম্বনে স্বর্গের আলোক যেমন জগতে পবিব্যাপ্ত হয়, সেইরূপ বাধাব স্বর্গীয় প্রেমের পদছায়া অবলম্বনে এই ভূবনমোহন রূপবাশি ক্লেশের শ্যাম অঙ্গে পবিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। ইহা স্বর্গের, ইহা পুণ্যময়। এ রূপলালসা রূপাব বস্তু নহে।

এই প্রথম দর্শনে যে প্রেমের সংগাৎ, সে প্রেমে বাধিকার জীবন ক্রমে ক্রমশঃ—প্রেমমগ্ন হইয়া উঠিল। ক্লেশের চোখের চাহনিতে বাধিকার প্রাণ হবিয়া নিল, তাহা নহে,—কিন্তু সে চাহনির ভিতরে ক্লেশের প্রাণের আগ্রহ, হৃদয়ের প্রেম, মননের উৎসাহ, সব ঢালা ছিল, তাই প্রাণের টানে প্রাণ আকৃষ্ট হইল, শ্যামের হৃদয়ের টানে বাধাব হৃদয় ওভূবনমোহন রূপে বাধা পড়িল। ঐ প্রেমের চাহনিতে জীবনে নূতন প্রাণতাব স্রোত বহিল; হৃদয়ে নূতন ভাব, প্রাণে নূতন উৎসাহ, মরমে নূতন আনন্দ উৎখিল। ক্রমদর্শনের পবেই বাধিকা আপনার প্রাণের দিকে চাহিয়া দেখিলেন যে, সে আর তেমনটা নাই। শ্যামের সে মধুর চাহনি, শ্যামের সে সুধানাথ্য মুখের সুধানাথ্য হাসি, প্রাতঃসূর্য্যের প্রাণময় কিরণের মত তাহার গুণস্ত প্রাণে উকি মাঝিবা চমকিতে তাহার ঘন ভাস্কর্য্য দিল। বাধিকা চাহিয়া দেখিলেন যে, সেই ভূবনমোহিনী দৃষ্টিতে তাহার প্রাণের প্রাচীন জগৎ চূড়মার হইয়া গিয়া তাহার স্থানে এক নূতন জগৎ বচিত হইয়াছে। তাহার প্রাণের প্রাচীন ধর্ম্ম বিনষ্ট হইয়া, তথায় এক নূতন ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

এই ধর্ম্মেই বাধিকা বিধর্ম্মিনী, এই নূতন ধর্ম্মের নূতন উপদেশেই বাধিকা কুলত্যাগিনী, কলঙ্কিনী। প্রকৃত প্রেমে প্রাণ বাহার জাগিয়াছে, তাহার এ দশা সর্ব্বথা ঘটে। প্রেমের ভাষা স্বতন্ত্র, ভাব স্বতন্ত্র, নীতি স্বতন্ত্র, নীতি স্বতন্ত্র। “বুঝিছু পীবিভের হর স্বতন্ত্র আচাৰ।” সংসারের সঙ্গে তাহার কিছুই মিলে না। সমাজের সঙ্গে তাহার চিরবিরোধ। সমাজ শবীর জানে, প্রাণ জানে না; প্রেম প্রাণ জানে, শবীর জানে না। সমাজের দৃষ্টি আপনার শাস্তির দিকে, পরের হৃথের দিকে নহে। প্রেমের দৃষ্টি পরের হৃথের দিকে, আপনার শাস্তির দিকে নহে।

সমাজ গণিতবিদ্, হিসাব পত্রে পাকা, ত্রৈবাশিক কসিয়া, ক্ষতিলাভ গণনা করিয়া সকলদা চলে, প্রেম ভাবুক,—একে একে যোগ কবিলে কত হয় তাহা সে জানে না, ক্ষতি কিসে হয়, লাভ কিসে হয়, বুঝে না। সমাজেব সঙ্গে প্রেমের চিহ্নবিবোধ। প্রাণে প্রকৃত প্রেম আগ্রত হইলে সমাজের ধর্ম্ম আব থাকে কৈ ? তাই বাদিয়াও বলিতেছেন—

—“নাম পবতাপে যাব,                      ক্রিচ্ছন কবিল গো,  
অঙ্গের পবশে বিয়া হয় ?  
যেখানে বসতি তার,                      নয়নে দেপিয়া গো,  
যুবতীধবম বৈচাচ বয় ?”

যুবতীধবম কৈছে বয় ? সমাজ বাহা যুবতীর ধর্ম্ম বলিয়া বিধিবদ্ধ করিয়াছে, প্রেমের প্রতাপে আব তাহা থাকে কৈ ? যে দেশের লোকে প্রেমের একটু অধিক আদর করিত শিখিয়াছে, যেখানে সমাজ প্রেমের সঙ্গে সন্তান বাগিয়া চলিত আদর করিয়াছে,—যেখানে সমাজিক নিয়মের চক্ষুসীমার মধ্যে থাকিয়াও প্রেম সম্ভব,—সে দেশে প্রেমের সঙ্গে সামাজিক ধর্ম্মের জাতিগত বৈবিত্য না থাকিতেও পাবে, কিন্তু যে দেশে তাহা নাই, যেখানে বিবাহের উদ্দেশ্য জীবনস্থিতি বক্ষা, যে দেশে “পুত্রার্থে ক্রিবেতে ভাষ্য” ধর্ম্মের অনুশাসন, সে দেশে ছদ্ম-পোষা শিওগণের বিবাহ হইয়া থাকে, সে দেশে প্রকৃত প্রেমের সঞ্চাবে “যুবতী ধবম কৈছে বয় ?” জুগিয়েট অবিবাহিতা ছিলেন, তাই ফাদার লবেন্সের আশ্রমে গিয়া বোমিওব সঙ্গে পবিগয় স্ত্রে আবদ্ধ হইয়া তিনি তাঁহার যুবতি-ধর্ম্ম বক্ষা করিয়াছিলেন। মিবান্দা, দেশদিমনা, ইহঁ বা সকলেই অনুচা ছিলেন; সমাজিক রীতি অনুসারে পরিণীতা হইবাব পূর্বে ইহঁদের প্রাণে প্রেমের সঞ্চাব হইয়াছিল, তাই ইহঁরা প্রেমে মতিয়াও “যুবতি-ধর্ম্ম” বক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু রাধিকা বিবাহিতা, শৈশবসীমান্তে উপনীত হইতে না হইতেই হত-ভাগ্য সমাজের জঘন্ত বীতি অনুসারে শূন্যলবদ্ধা। পিতামাতা, সমাজ, আত্মীয় স্বজন, বাহ্যাব গলার তাঁহাকে বাধিয়া দিয়াছেন, তাঁহার নিকট শরীর বিক্রী করিয়া, তাঁহাকে শরীরের স্বামী করিয়া, তাঁহাকে স্বদয়ের পতি করিয়া, তাঁহার পদসেবার জীবন অতিবাহিত করাই তাঁহার ধর্ম্ম ছিল। কিন্তু যে দিন যমুনার জলে বাইতে “চিকণকালার” ভুবনমোহন রূপ তাঁহার

প্রাণে প্রবেশ কবিয়া ঘুমন্ত প্রাণকে জাগাইয়া দিল, সেই দিন হইতেই নব অনুবাগেব স্রোতে সমাজেব এই উৎসাহভরিত অলঙ্কিতে ছিঁড়িয়া গেল ।

প্রেমেব সঞ্চাবে প্রাণ জাগিলে একপই ঘটয়া থাকে । সাবিত্রী সতী, কেবল যে সত্যবানকে প্রাণে বরণ কবিয়াছিলেন, সেই সত্যবানকে সামাজিক নিয়াম বিবাহ কবিত্তে পাবিয়াছিলেন বলিয়া । সীতা সতী, আগে বামেব প্রেমে বন্ধ হইয়া তাঁহাকে পতিত্বে বরণ কবিয়াছিলেন বলিয়া । দমযন্তী সতী ; স্নেহাঙ্গ, প্রেমেব আগ্রহে, নল বাজাকে হৃদয়েব বাজা কবিয়াছিলেন বলিয়া । ইন্দ্ৰাদেব সতী হুটনাব দা । সত্যবানকে দেখিয়া তাঁহাব পায়ে জীবন যৌবন বিকাটবাব পর্ত্তে সাবিত্রীব বিবাহ হইয়া থাকিলে, হয় তাঁহাব প্রেম, না হয় তাহাব সতীত্ব বিনষ্ট হইত । বিস্তৃত প্রেম বড়, না, স্তন্যম বড় ? প্রাণ বড় না সমাজ বড় ? বাধিকাব প্রেম বড় ছিল । বাধিকা-প্রেমিকা হইবাব পূর্বে হীন সমাজেব হীন বাঁতি অনুসাবে পবিণীতা হইয়াছিলেন, কিন্তু অনুবাগেব তবঙ্গে সমাজেব স্বহস্ত বচিত বালিব বাঁধ ডাঙ্গিয়া গেল, তাঁহাব গভীর প্রেমেব বেগে সমাজেব পচা হুত ছিঁড়িয়া গেল, প্রেমে উন্মাদিনী হইয়া ক্রুদ্ধমুখী বাধিকা প্রাণেব ক্রোধেব জন্য কুল, শীল, লাজ সকলে তিনাঙ্গলি দিলেন, সমাজেব জুকুট, পাডা পডশীব কুৎসা, শাওড়ী ননদীব গল্পনা, সমুদয় তুচ্ছ কবিয়া “খ্যাম-প্রেমসুখ সাগবে” ঝাঁপ দিলেন ; তাই তিনি কলঙ্কিনী । কিন্তু “বিবত প্রমাণ, আশা কচি প্রাণ” লইয়া ঘবকরা করা, জীব সংস্থতি বক্ষার্থে, ইন্দ্রিয়বৃত্তি চরিতার্থ কবিবাব উদ্দেশে গুঢ় প্রাণে গুঢ় সমাজে বাস কবা অপেক্ষা,—প্রাণের টানে, প্রেমেব দায়ে সর্বস্বত্যাগিনী কলঙ্কিনী হওয়া শ্রেষ্ঠতব হৃদয়েব কার্য্য কি না জানি না ।

বাধিকা কলঙ্কিনী কেন ? যাহাকে ভালবাসিয়া ছিলেন, তাঁহাব পদানুশারিণী হইয়া । একথাতো বলিতে পাব না, বাধা আয়ানকে ভালবাসিলেই তো সব গোল চুকিয়া যাইত, তিনি ক্রুদ্ধকে ভালবাসিলেন কেন ? ভালবাসাতো তোমার শ্রায়-শাস্ত্রেব অধীন নহে । আকাশেব বিহঙ্গমের মত প্রেম যে স্বাধীন । প্রাণের গুঢ় আকর্ষণে যে প্রেমের উদয় হয় । তাহার গুঢ় রহস্য ভেদ করে কার সাধ্য ? বেঁধে ধরে যদি প্রেম হইত, জোর করিয়া যদি কাহাকেও ভালবাসিতে পারা যাইত, তবে আমরাও বলিতাম, বাধিকার আয়ান ঘোষকেই ভালবাসা উচিত ছিল ।

কিন্তু তা তো হয় না। প্রেম তো সে কথা শোনে না। তবে আব  
বাধিকাকে এত দোষে দোষী কবির কেন ?

তুমি বলিবে বাধিকার কৃষ্ণের প্রতি ভালবাসা হইয়াছিল, তা হউক ,  
কিন্তু প্রাণে প্রাণে শ্রামকে ভালবাসিয়া—শ্রামকে প্রাণেব বাজা ও হৃদয়ের  
স্বামী কবির নাথিয়াও তো রাধিকা সমাজের নিয়ম অনুসারে আবানকে  
শরীরের পতি কবিতা যুবতীর ধর্ম, কুলের মান, সমাজের নিয়ম, সকলই  
বক্ষা কবিত পাবিতেন। কষ্টবোধে অনুবোধে বাধিকার কৃষ্ণাভিযাবিণী  
না হওয়াই উচিত ছিল।

কিন্তু এ কষ্টবোধে শৃঙ্খল বাধিকার পায়ে পবাইল কে ? সমাজ। সমাজের  
নিয়ম প্রতিপালন করা, সমাজে থাকিবাব জন্ত প্রয়োজনীয়। কিন্তু তাহাতে  
কি ধর্ম আছে জানি না। আব সমাজের মূখ চাহিয়া চলা, সমাজের  
অন্তায় আদেশ প্রতিপালন কবাত মনুষ্যই বেশী, না না কবাত বেশী,  
তাহাও সন্দেহের স্থল।

বিন্দু সমাজের নিয়ম অগ্রাহ্য কবিত, সমাজের অনুশাসন অমান্য  
কবিত গে, বাধিকার প্রাণে যে রেশ হয় নাই, তাহাও নহে।

“গোকুল নগর মাঝে,

আর কত বর্মণী আছে,

তাহে কেন না পড়িল বাধা।

নিরমল কুলগানি

যতনে বেথেছি আমি,

বাশী কেন বলে বাধা বাধা ?”

কিন্তু পবর্ণামে প্রেমেরই জয় হইল। সমাজের আদব যত্নে জলাঞ্জলি  
দিয়া প্রেমময়ী রাধিকা শ্রামপ্রেমমাগবে বাঁপ দিলেন।

সাহিত্য-জগতে অনেক নায়িকাই জন্ম গ্রহণ কবিয়াছেন, প্রেমের  
অনেক মধুর ছবিই দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু বাধিকার প্রেমের মত  
এমন গভীর প্রেম আর কোথাও বড় দেখা যায় না। উচ্চতম প্রেমে ও ধর্ম-  
ভাবে কোনও বৈষম্য নাই। রাধিকার প্রেমে প্রকৃত ধর্মতাব ছিল। রাধিকার  
প্রেমে হৃদয়ের পূজা ছিল। কৃষ্ণের প্রতি তাঁহার যে প্রগাঢ় ভক্তি, কৃষ্ণের  
প্রতি তাঁহার যে প্রগাঢ় শ্রদ্ধা, জুলিয়েটে তাহা দেখা যায় না। জুলিয়েট  
আপনার প্রেমে আপনি গরবিনী ;—

“My bounty is as boundless as the sea,  
My love as deep, the more I give to thee  
The more I have, for both are infinite.”

আব বাহিকা কক্ষকে ভালবাসিতে পারেন, এমন প্রেম নাই ভাবিয়া  
সশঙ্কিতা, —

“না জানি প্রেমবস———  
কেমন মিণিব হাম সুপুৰুষ সঙ্গ  
দোবর নাগর বসিক সজ্জান,  
হাম অব্যা অতি মনপ গেয়ান ।”

মিবান্দান উচাব আভাস কণ্ঠস্থ পাইয়া যাব ।

Ferdinand—Wherefore weep thou ?

Miranda — At mine unworthiness, that dare not offer,  
What I desire to give, and much less take  
What I shall die to want .. .

বাহিকার প্রেমের মূলেও এই বিনয়, এই আমি-অতি-হীন-ভাব উদ্ভল  
বহিরাছ ।

“বধু ! তুচ্ছ দয়াব সাগর ।  
হাম নাহী মতিহীনে এতক আদর ।  
অচিদিগা গোয়ালিনী মগ্নি কোন্ ছাঁদ ।  
পবান নিছিয়া দেউ পাবিত তোমাব ॥  
তোহাবি গরবে ব্রজে হাম গবাবিনী  
গহীন পিবীতি তোব আমি কিবা জানি ?  
আমি লোহা, তুচ্ছ দধু নিকর পাষণ,  
পবশে কবিলা মোবে হেম নাথবাণ ।  
সাদ কবে সীথায় তোমা গিন্দুব কবি ধনি,  
হাব বনাইয়া কিয়ে গলায় গাঁথি পবি ।  
যত বৃত্ত দেখি আঁখি নহে তিবপিত ।”

এমন গভীর প্রেমে ও ধর্মভাবে পার্থক্য কোথায় জানি না । এই রূপ  
প্রেমের বিষয়ই যথার্থ বলা যায়,—

“Our love at its highest flood rushes beyond its object and  
loses itself in the sense of divine mystery.”

## আর্য্যাবৰ্ত্তে বঙ্গ মহিলা ।

এটোয়া ।

—এখানে হিন্দু কি মুসলমান জাতি অধিক তাহা আমি বিশেষকৰ্ণে অবগত নহি । তবে ভদ্র বাঙ্গালীৰ সংখ্যা অত্যন্ত অল্প ও বাজৰ্ণপে কখনই প্ৰায় বাঙ্গালীৰ মথ দেখিতে পাওযা যায় না । এদেশেৰ আচাৰ ব্যবহাৰ এবং পৰিচ্ছদাদিও আমাদিগেৰ মত নহে । হিন্দুস্তানী পুৰুষগণ ধুতি কি পাৰ্শ্বজামা, চাপকান ও টুপি পৰে, স্ত্ৰীলোকেৰা “লাংঘা” ( ঘাঘৰা ) আঙ্গ-বাগা ও চাদৰ ব্যবহাৰ কৰে । মুসলমান ও ক্ষত্ৰিয় বৰ্মণীগণ জুতা ও খডম পৰিযা থাকে । সাধাৰণতঃ এদেশেৰ লোক সূহ, সবল ও কতকটা ফৰসা, কিন্তু মুখে প্ৰায়ই বুদ্ধিৰ তত আভা নাই বলিযা বোধ হয় । বুদ্ধিৰ প্ৰতিভাহীন মথ মণ্ডল নগন প্ৰীতিকৰ নহে, এবং স্মৃতিতে গভীৰ বেপা অঙ্কিত কৰে না । এই বাবৰ্ণেই হটক, কিম্বা কিজন্য ঠিক বলিতে পাৰি না, আমি এদেশেৰ সূন্দৰ মুখ ও দীৰ্ঘকাল দেখিযাও স্মৃতিতে বাখিতে পাৰি নাই । ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ স্তম্ভকায় বালক বলিকাৰ বুদ্ধিহীন মূৰ্খচ্ছবিতে কেমন সূখেৰ সহিত বিষাদ হৃদয়ে চালিয়া দিত—তাহাতে কত কি ভাঙ্গা ভাঙ্গা কথা, অস্পষ্ট ভাব মনে আসিত ।

পশ্চিম অঞ্চলে থাদা সামগ্ৰী অতি সুলভ । হুঙ্ক ও নবনীত অতি উপাদেষ । অন্যান্য দ্ৰব্যও বেশ পাওযা যায় । কিন্তু আমাদেৰ বাঙ্গালাৰ ন্যায় সূহাদ, বসনা-মোহন মিষ্টান্ন ভৰ্ণভ, তাই বুম্বি বসনা-দাস বাঙ্গালী আজীবন পশ্চিমে গাসে আপনাকে অধিকতৰ হতভাগ্য মনে কবেন ? হিন্দু-স্তানীগণ “দাল কট” প্ৰিৰ—তাহাৰা বসনা তৃপ্তি অপেক্ষা শৰীৰ পুষ্টি বোধ হয় অধিক ইচ্ছনীয় বিবেচনা কৰে । আমি স্পাৰ্টানদিগেৰ “কাল বোলেব” ( black broth ) পক্ষপাতী নহি, তথাপি একথা স্বীকাৰ কৰি, আমাদিগেৰ বাবুগণেৰ আহাৰ প্ৰণালী একটু পৰিবৰ্ত্তন কৰিলে ক্ষতি নাই । হিন্দুস্তানীৰা দিনান্তে কোনদিন একবাব অন্নাহাৰ কৰে, কিন্তু কুটিই ইহা-দিগেৰ প্ৰধান আহাৰ । এমন কি ভিথাবীদিগকে ডাল কিম্বা কুটি ভিক্ষা দিবাৰ প্ৰথা এদিকে প্ৰচলিত আছে ।

ইহাবা আৰাম কাহাকে বলে তাহা বড় বুঝে না, বাহিবেব আডম্বৰ অধিক ভালবাসে । জীলোকদিগেব বেশ ভূষাব প্ৰতি বিলক্ষণ দৃষ্টি আছে, কিন্তু তাহা সূমাজিত নহে । বঙ্গীয়া ভগিনিগণ ইহাদিগেব নায অলঙ্কাৰ পৰিতে আজিও শিখেন নাই । ইহাবা এতই অলঙ্কাৰ প্ৰিয় যে, তাহাব অভাবে সৰ্ব্বাস “উলকি” দ্বাৰা চিত্ৰিত কবিয়া পৰিতৃপ্ত হয় । আমি যদি চিত্ৰ বিদ্যায় পাবদশী হইতাম, তাহা হইলে হিন্দুস্তানী নাবীগণেব বহুবিধ অলঙ্কাৰ ( জোডা কড়া ) পৰিশোভিত দেহচ্ছবি চিত্ৰ কবিয়া আনিতাম, ও দেশীয়া ভগিনিগণ তাহা দেখিয়া আমোদিতা হইতেন ।

এদেশেব অববোধ প্ৰণালী আমাদিগেব দেশেব অপেক্ষাও কঠিন তব, ( হয়ত অত্যাচাৰী মসলমান বাদসাহদিগেব নিকটে বাস বলিয়া পুৰাকালে আত্ম সম্মান বক্ষাথে অন্তঃপুৰ প্ৰথা এত অধিক কঠিন কৰা হইয়া থাকিবে । তবে সময়ে ও অবস্থান পৰিবৰ্ত্তনসহ তাহাব কোন নূতন সংস্কাৰ আৰু যে কৰা আবশ্যক, তাহা এখন মনে হয় না ) কিন্তু ইহাব মধ্যে একটু নূতনত্ব আছে, তাহা দেখিলে আশ্চৰ্য্য বোধ হয় । বিবাহাদি কোন উৎসবে ভদ্ৰ মহিলাগণ পৰ্য্যন্ত “মৰোশীতে” ( এক প্ৰকাৰ গকব গাভী ) চাপিয়া আববণেব মধ্য হইতে উচ্চৈঃস্ববে Shelly ব “Skylark” এব মত, অথবা কবি হেমবাবু “চাতক পক্ষীৰ” মত লুকাইত থাকিয়া,—( যদিও, “সুদূৰ গগনে উঠি গায় স্নেহে ছুটি ছুটি” নহে ) বাদ গথে গীত গাইতে গাইতে—সঙ্গীত চূৰ্ণ ছড়াইতে ছড়াইতে চলিয়া যায় । ঈদৃশ বাজপথে বামা-কণ্ঠ-ঝঙ্কাৰে কোন লজ্জাব বিষয় নাই, কেন না, সেট “বমণী বদন, পুরুষ নয়ন, নাই দেখিতে পায়” । ইতব লোকেব জীলোকদিগেব বাহিবে যাওয়া কোন দেশেই দোষাবহ নহে, প্ৰযোজনে, তাৰ এদিকে তাহাদিগেব একটু বেশী স্বাধীনতা আছে । সামান্য লোকেব জী কল্যাণ প্ৰকাণ্ড ভাবে ধৌড়াষ চড়িয়া কুটুম্ববাড়ী যাতায়াত কৰে । ইংৰাজ মহিলাদিগেব সম্বন্ধে কবিবব বলিয়াছেন যে “ধায় অশ্বপুষ্ঠে অশঙ্কিতচিত্তে, কানন কন্দৰ উন্নত গিরিতে, অশ্ববা আকৃতি পুরুষ সেবিতা” ইত্যাদি, কিন্তু ইহাদিগেব অখারোহণ দেখিয়া কাহাৰও মনে এ কবিতা মধুৰে আৰুতি কবিত্তে ইচ্ছা হয় না ; কেবল একটা “হাস্তভাজন” ব্যাপাৰ বলিয়া বোধ হয় । বধু দিব্য লাজে আবৃত মুখে অশ্বাৰুচা, অল্পগত ভক্ত স্বামী গঙ্গাবাম অশ্বৰশ্মি সজোবে খৰিয়া চলিয়াছে এবং মূৰ্ছস্বৰে উভবে মধুবালাপ কবিত্তেছে ! এই দম্পতি-

দৃষ্ট, অবগুণ্ঠনবতী স্বাধীনতার এবং অস্ববিশ্বাস সংলগ্ন প্রেমের মধুর সমাবেশ । ইচ্ছা ইউরোপের মধ্য যুগের শিভেল্‌বি (chivalry) হিন্দুস্থানে বিকশিত, তবে কি জানি, দেখে আমার কেমন একটু হাঁসি পায় । চাক্‌হাসিনী ভগিনি পাঠিয়ে, সচিসকপী পতি সঙ্গে এইরূপে অশ্বপুঞ্জে বাজপথে বিচরণ কবিতো সখ যায় কি ?

দ্বীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা হিন্দুস্থানীরা এখনও যেন আদৌ বুঝিতে পারেন না । কখন কোন হিন্দুস্থানী বালিকাকে পাঠ কবিতো আমি দেখি নাই বিদ্যা শুনি নাই । আমি মহাবাহীরা পণ্ডিতা বমাবাইএর দেশের কথা বলিতেছি না, স্বরণ বাধিবেন । গৃহও তাহাদিগের নীতিমত লেখা পড়া শিক্ষা দেওয়া হয় না । আমাদিগের দেশে যদিও স্ত্রীশিক্ষা কেবলমাত্র অঙ্কবিত হইতেছে, আত্মও তাহাব গুণফল চারিদিকে পরিব্যাপ্ত হয় নাই, তথাপি ইহাও প্রয়োজনীয়তা অনেক প্রায় বুঝিতে পারিয়াছেন এবং যাহাতে বহুল পরিমাণে প্রচলিত হয়, তাহাবও কতক চেষ্টা করা হইতেছে । কিন্তু হিন্দুস্থানীদিগের মধ্যে সে চেষ্টাও প্রায় কোন থানে দেখি নাই । তাহাদিগের অন্তঃপুরবাসিনীগণ অজ্ঞান যাব তমসাজ্জর । কি এই দেশে, কি বাজ্‌লায় স্ত্রী শিক্ষা বিস্তারের জন্ত বিশেষ উদ্যোগ ও চেষ্টা আবশ্যক । আমাদিগের দেশে বাজ্‌নৈতিক উন্নতির জন্ত যে রূপ চেষ্টা হইতেছে, তাহাব অপেক্ষা স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের অধিক চেষ্টা হওয়া আবশ্যক । আমাদিগের দেশের পুরুষগণ নিজের অন্তঃপুরের মূর্ত্ততা, কুসংস্কার এবং অন্ধকার দূর করিবাব কোন চেষ্টা না করিয়া বাধিবে “দেশীয় উন্নতি” “দেশীয় উন্নতি” বলিয়া যে চীৎকার কবেন, তাহাব জন্ত অনেক মাহেব তাহাদিগকে ধিক্কার দেন, অনেক সময় দেশীয়গণকে এই ধিক্কারের উপযুক্ত পাত্র বলিয়া বোধ হয় ।

হিন্দুস্থানীগণ অধিকাংশ পৌত্তলিক, কিন্তু আমাদিগের দেশের স্ত্রাবাদিকে প্রতিমা পূজা তত প্রচলিত নাই । মহাদেব কিম্বা কোন বিগ্রহ যাহা যেখানে আছে, তাহাবই মধ্যে মধ্যে পূজা করিয়া থাকে । জৈন এবং বৌদ্ধধর্মাবলম্বীগণ মূর্ত্তিবিহীন মন্দিরে উপাসনা করে । অহিংসাই ইহাদের পরম ধর্ম, সেই জন্ত ইহাবা সন্ধ্যাকালে গৃহে প্রদীপ জ্বালে না ও কীটাত্ত সেই দীপে দগ্ধ হইবে আশঙ্কায় অন্ধকারেই আহাৱাদি করিয়া রাত্রি অতিবাহিত করে । দীন দরিদ্র অতিথিগণ শূন্য হস্তে কখনই ইহাদিগের গৃহ

হইতে চলিয়া যায না, নিজ উপবাস কবিতাও অতিথি সেবা করে। কর্কশ বাক্যে কখন কাহাব মনে কষ্ট দেয় না। প্রাণী মাত্রেব ছুংগ দূব এবং অহিংসাই যাহাদিগেব পবম ধর্ম, তাহাবা অবশ্যই আমাদেব পবম শ্রদ্ধাব পাত্র ।

আজি কানি আবাদ বালাবিবাহ অনেক ইংবাজি-নবিশ পসন্দ কবি-তেছেন, কিন্তু আমি তাহাব উপকাবিতা এখনও বুঝিতে পাবি নাই। আমাব বোপ হয় বঙ্গভূমিঅধঃপতনেব একটা প্রধান কারণ বালাবিবাহ। সেই বালাবিবাহ-শ্রোত এদিকে ভাষণবেগে প্রবাহিত দেখিয়া স্ত্রী হইতে পাবিলাম না। নাতুগর্ভে সন্তান, পিতা মাতা প্রতিশত হইয়া, হৃতবাস শিশুব জন্মেব সতিত বিবাহ গিণি নিপিত হইয়া গেব এবং মাতৃশত পবিত্যাগেব পূর্বেই পবিত্রস হত্রে আবদ্ধ হইতে হইয়া। এতদ্বিধা প্রথাব মনোহাবিহ ও উপবাবিতা আমাব সহজ বুদ্ধিতে কখন অনুভব কবিত পাবি না।

বিলাতী সভ্যতাব সংস্পর্শে এখনও এদিকে অগাদ্য ভক্ষণাদি প্রচলিত হয় নাই। ধর্ম এবং জাতি অদ্যাপি ইহাদিগেব নিকট অতি যত্ন বক্ষিত পবিত্র সামগ্রী। এমন কি, ইহাবা বাঙ্গালীব পৃষ্ট কোন দ্রব্য ভক্ষণ কবে না, বঙ্গীয় ব্রাহ্মণেবা জাতিচ্যুত এবং বাঙ্গালী মাত্রেই “পুটান” এই আদেশেব লোকেব দূচ বিশ্বাস। বাধা ( কায়স্থ ) ভিন্ন ব্রাহ্মণ কিম্বা ক্ষত্রিয় এদেশে কখন মদ্যপান কবে না। এইটা স্ত্রীেব বিষয় যে, স্ত্রীপাণী ব্রাহ্মণ কি ক্ষত্রিয় সমাজেব পবিত্যক্ত সন্তান। কিন্তু নীচ জাতীবদিগেব মধ্যে ‘মোবা’ ( একরূপ মদ্য ) অথবা “তাড়ি” পানেব অত্যন্ত প্রাচুর্য্যাব।

এদেশে জমিদাব অর্থে ধনী ব্যক্তি নহে, তাহাব কিছু জনি আছে সেই “জমিদাব।” এক বিধা কি ততোধিক জনি থাকিলেই জমিদাব নামে অভিহিত হইতে পাবা যায। কিন্তু ক্ষেত্রে গিয়া দেখিবে যে, জমিদাবগণ হলধব ; নিজ হস্তে ভূমি কর্ষণ কবিতেছে, তাহাতে বিন্দুমাত্র অপমানেব বিষয় নাই। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি নিজে কৃষি কার্য্য কবিয়া থাকে। দাসত্বেব বাজ ভোগে পাছুকা লেহনে, জীবন অতিবাহিত না কবিয়া একরূপ স্বাধীন-তায় কৃষিকার্য্য কবার গৌরব; হৃতবীৰ্য্য বাঙ্গালী পুরুষগণ অনুভব কবিতে পাবিবেন না হয়ত। তাহাদিগেব কৃষিকার্য্যে লোভনীয় হল লেখনি, এবং বিস্তৃত ক্ষেত্রে শাদা কাগজ, এবং প্রীতি বৎসরেব প্রচুর ফসল অপমান।

ভগিনি পাঠিকে, আমাদিগের স্বামী বা পিতা বা ভাই যখন চাকুবী (দাস) ববিয়া টাকা আনিয়া দেন সে টাকা দিয়া আমবা গহনা ও শাড়ী কিনি, আমরা কি মনে কবি তাহা কত অপমানের টাকা ? কত অপমান খাইবা শেতাঙ্গের কত পদাঘাত নিতা সহ্য কবিয়া সেই টাকা আনিতে হইয়াছে ? না, আমরা তা ভাবিব কেন, স্বামী বা পিতার অপমানে আমাদের কি ?

সাহস, বীর্য এবং আত্ম বক্ষার গোবরে যে ক্ষত্রিয় জাতি জগতের ইতিহাসে আদর্শ স্থানীয়, সেই বীর বংশে দ্বাববানের জন্ম । তাহাদের আজ এই উর্গতি হেবিয়া অক্সবে বিষাদের সঞ্চাব হয় সত্য, তথাপি ব্রাহ্মণ জাতির নীচতায় প্রাণে দারুণ আঘাত লাগে । আর এক কথা বলি, পশ্চিমের সামান্য অবস্থার ব্রাহ্মণগণ মোট বহু এবং গরব গাড়ী চালাইয়া থাকে, তাহা দেখিয়া আমাদের হৃদয়ে কত আঘাত লাগিত । তাহা বড় মূর্খ, যে ব্রাহ্মণ শব্দের সহিত পবিত্র মহাদেব স্মৃতি মিশ্রিত আছে, যে বংশে জন্ম গ্রহণ কবিয়াছি বলিয়া আপনাকে এখনও কথঞ্চিৎ স্থগী মনে কবি, যাহার গোবরময় প্রতিভার আলোক অরুণাবসর শশান ভারতের চাবিদিকে অদ্যাপি দেখিতে পাই এবং যাহাদিগের বুদ্ধি বিদ্যার অবিনশ্বর অত্যাশ্চর্য্য কীর্ত্তি ভাবিতেই আল্লাদে ও ভক্তিতে বোমাঞ্চ হয় এখনও, সেই জাতিব এই শোচনীয় পতন কিরূপে সহনীয় হইতে পারে ? ধন, মান, কিম্বা বংশ-মর্যাদায় মনুষ্যো মনুষ্যো দূর্বতা কখনই ইচ্ছনীয় নহে, এবং যত শীঘ্র এই জাতিগত বৈষম্য বিদূরিত হয়, ততই সমাজের মঙ্গল, তবুও হৃদয়ের দুর্কলতা প্রযুক্ত ব্রাহ্মণত্বের মহিমা ভুলিতে পারি না । সুদূর সাগর পারে বহিয়াও বিদেশী পণ্ডিত প্রবর মোক্ষ মূল্য যে জাতির গোবর গীত নিষত উচ্চকণ্ঠ গাইতেছেন, যিনি ব্রাহ্মণত্বের উচ্চতা কখন বিস্মৃত হন না, আজি হতভাগ্য হইয়াছি বলিয়া সেই জাতির মহিমাময় পবিত্রতা কি রূপে ভুলিতে পারি ?

প্রথম বুদ্ধিবলে বাঙ্গালী সর্বত্র পূজিত । পশ্চিমে বাঙ্গালীদিগের অত্যন্ত সম্মান ও তাহারা নিবীহ হিন্দুস্থানীদিগকে একরূপ চালাইয়া থাকে বলিলেও হইতে পারে, কিন্তু অধিকাংশ বাঙ্গালী এদিকে আসিয়া সমাজ ভয় ঘেন একেবারে বিস্মৃত হইয়া যায়, কুৎসিত আমোদ প্রমোদ এবং অসার গল্পে জীবন অতিবাহিত করিয়া থাকে । সাধারণতঃ উৎসাহ নাই, কার্য্য কিম্বা চিন্তা নাই, কেবল আলস্যে ও তাঁস পাসার মূল্যবান সময় ক্ষেপন করিয়া স্থগী হয় । এই উনবিংশ শতাব্দীর দর্শন বিজ্ঞান সাহিত্য কি রাজনীতির

অবস্থা কিরূপ তাহা তাহাৰা অবগত হইতে ইচ্ছা কৰে না । সংবাদপত্ৰ পড়ে না ও বৰ্ত্তমান শাসন প্ৰণালীৰ দোষ গুণ কি তাহাও সম্যকৰূপে জানিতে চাহে না । অৰ্থোপাৰ্জ্জনে যে কিসে মস্তিষ্কেৰ পৰিচালনা আবশ্যক, দিবাভাগে কোন কপে তাহাতে ব্যাপৃত থাকিবা অপবাহে দশ পাঁচজন একত্ৰ হইবা অক্ষত্ৰীডাৰ সেই দিবা ক্লান্তি দূৰ কৰিবা স্ত্ৰী হয় । শিক্ষা ও জ্ঞানে তাহাৰা যেন সম্পূৰ্ণতা প্ৰাপ্ত হইবাছে, আৰ, এ জীৱনে যেন তাহাদিগেৰ কিছু শিথিৰাব কি জানিবাব নাই ।

“কাব্যশাস্ত্ৰ দিনোদেন

কাল গচ্ছতি দীমত্ৰ

ব্যসনেন চ মূৰ্খানাং

নিদ্ৰায় কলহেন চ”

তাহাদিগেৰ সম্বন্ধে একটী বৰিতে পাবা যায় । যাহা দাব তাহা বশিলাম, এগন গুণেৰ কথা বলি ।

পশ্চিমবাসী বাঙ্গালীৰা মুক্ত হৃদয়ে যত্নেৰ সহিত অতিথি সংকাৰ কৰিবা থাকে, সাধ্যমত দান কৰিতেও তাহাৰা কিছুমাত্ৰ কুজিত নহে এবং স্বজাতি ও আত্মীয়গণেৰ বিপদে তাহাৰা নিতান্ত চিন্তাব সহিত ইচ্ছাপূৰ্বক অৰ্থ সাহায্য কৰিবা তাহাদিগকে বিপদ মুক্ত কৰিবা স্ত্ৰীভূত কৰে । কত প্ৰভাবক চুপেৰ বজ্জিত ইতিহাস প্ৰস্তুত কৰিবা অধিকাংশ সময়ই তাহাদিগেৰ নিকট ভুলাইবা অৰ্থ লইবা যায়, কিন্তু তাহাৰা বাবদ্যাব এ প্ৰকাৰ প্ৰভাবিত হইবাও দানে বিমুগ্ধ নহে । কোনও আত্মীয় ব্যক্তি পীড়িত হইবা তাহাদিগেৰ গৃহে আশ্ৰয় লইলে চিকিৎসকেৰ এবং ঔষধেৰ অৰ্থ পৰ্য্যন্ত নিজে দিয়া থাকে ও তাহাতে অগুনাত্ৰ ক্ষতি বোধ কৰে না । শত অসু-বিধা সময় সময় সহ কৰিবাও পৰিচিত অপৰিচিত অতিথিৰ সেৱা কৰিতে সতত উৎসুক থাকে । দেশেৰ কাহাকেও দেখিলে যেন চৰিতাৰ্থ হইবা যায় । মাৰ্জ্জিত সহৃদয় ভদ্ৰতা ও আপ্যায়িত ইহাদিগেৰ নিকট শিক্ষা কৰা যাইতে পাবে বলিলে কিছু বেনী বলা হইবে না । গৃহ বিচ্ছেদ ( দলাদলি ) ইহাদিগেৰ মধ্যে থাকিলেও ইহাৰা বান্ধব-প্ৰিয় এবং দয়ালু ।

এটোৱা সম্বন্ধে আৰ বিশেষ কিছু বলিবাব নাই । এই প্ৰসঙ্গে পশ্চিম্বেৰ অজ্ঞাত সামান্য যাহা জানিতাম, তাহা বলিৱাছি ।

শ্ৰীমতী নীহাৰিকা ।

## ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রাহ্মধৰ্ম্মেৰ ভবিষ্যৎ ।

ব্রাহ্ম-সমাজ এব ভবিষ্যৎ অন্ধকাৰ, ব্রাহ্ম ধৰ্ম্মেৰ ভবিষ্যৎ আলোক মণ্ডিত ।

ব্রাহ্মসমাজ সম্প্রদায়, ব্রাহ্মধৰ্ম্ম সামাজিক । সম্প্রদায়েৰ উন্নতি দল  
চলিতে । কিন্তু ব্রাহ্মধৰ্ম্মেৰ দল বৃদ্ধি যে আব খব বোশো হইবে, তাহা বোধ  
হয় না ।

এক সময় এটি সম্প্রদায়ৰ ভবিষ্যৎ অন্ধৰূপ ছিল । এক সময় শিক্ষিত  
মৰক মাটোৱে ব্রাহ্মসম্প্রদায় বিচ্যুত হইবাব ইচ্ছা ও চেষ্টা প্ৰকাশ কৰিতেন ।  
এক বন্য বংশ । বংশৰ কলিকাতাসেৰে মনঃস্থানে অনেক যোক ব্রাহ্মদল  
ভুক্ত হইতেন । আদ আৰু সে দিন নাই ।

উদ্য বাবণ বি ? অমোদেব বোদ হব হিন্দুসমাজেৰ কতিপয় নীতি-  
বিশ্বাসিনী সামাজিক ব প্ৰথাৰ প্ৰাবল্যটি ব্রাহ্ম সম্প্রদায় সৃষ্টিৰ প্ৰধান কাৰণ  
ছিল । সেই মৰণ ব প্ৰথা গত জনবন হইতেছে, ব্রাহ্মধৰ্ম্ম বৃদ্ধিও তত হ্ৰাস  
হইতেছে ।

হিন্দুসমাজ ক্ৰমে উদ্য হইতেছে । হিন্দুসমাজে ক্ৰমে অনেক ব্রাহ্ম-সংস্কাৰ  
প্ৰবেশ কৰিতেছে । বাঙ্গালীৰ সভ্যত্বৰ স্থান সমূহে জাতিভেদ আদি  
কাৰি প্ৰধানতঃ কেবল বিবাহ বাপাবে আবদ্ধ । আপনাব বাৰীতে, দল  
জনৰ সাক্ষাতে, প্ৰকাশ্য ভাবে জাতিভেদ অমান্য কৰিয়া ব্রাহ্মণ কাষত  
প্ৰভুতিতে এব পাৰে ভোজনে আৰু আৰু কালি বড একটা সামাজিক  
গোণ উঠে না । হিন্দুসমাজ ক্ৰমে ধীবে, অতি ধীবে বাল্য-বিবাহ প্ৰথাৰ  
কাৰ্য্যতঃ প্ৰতিবাদ আবস্ত বৰিয়াছে । একটু চেষ্টা কৰিগেই ষোড়শী  
কুমাৰী পৰ্যন্ত বিবাহ কৰিতে পাবা যায় । বোনও কোনও স্থলে বাল্য-  
বিধবাব বিবাহ পৰ্যন্ত চলিতে আবস্ত হইয়াছে । হিন্দুসমাজভুক্ত শিক্ষিত  
সম্প্রদায় অল্ল অল্ল এই সকল সংস্কাৰ গাৰনেৰ চেষ্টা কৰিতেছেন ।

শিক্ষিত সমাজে পৌত্তলিক অল্লঠানেৰও হ্ৰাস হইবাব চিহ্ন দেখা যাই-  
তেছে । আজ কাল না-হিন্দু না-ব্রাহ্ম সামাজিক অল্লঠানেৰ কথা মধ্য  
মধ্যে শুনিতে পাওয়া যায় । বিবাহাদি অল্লঠানে সালগ্ৰাম ঠাকুৰ ক্ৰমেই কোণ  
ঠাসা হইতেছেন । শ্রদ্ধাদি বাপাবেও আগেকাব মত তেমন আটমটি  
নাই । হিন্দুসমাজ এখন যেন-তেন-প্ৰকাৰেণ হিন্দু অল্লঠানগুলিকে রক্ষা  
কৰিতেছে । ইহা হইতেই বোধ হয় ইহাদেব সূত্ৰা দূৰে নহে ।